ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা

গবেষণা সিরিজ- ৩৮

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৪
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	মানব জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে থাকা ভবিষ্যদ্বাণী	২৬
৭	জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও তার পর্যালেচনা	৪২
৮	কিয়াস ও ইজমার জ্ঞানের উৎস হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা	৪৪
	ক. কিয়াস ও ইজমার মূল্য/মর্যাদা আছে কি নেই	৪৬
	খ. কিয়াস ও ইজমার মূল্য/মর্যাদা সম্পর্কে চালু থাকা অন্য দু'টি কথা ও তার পর্যালোচনা	৪৭
	গ. কিয়াস ও ইজমার প্রকৃত মূল্য/মর্যাদা	৪৭
	▪ জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ	৪৮
	▪ জ্ঞানের উৎসের বিষয়ে মনীষীগণের বক্তব্য	৪৮
	▪ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য	৪৯
	▪ গবেষণার তথ্যসূত্র তথা রেফারেন্স	৪৯
৯	জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালা ও তার পর্যালোচনা	৫২
	১. কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা	৫২
	২. Common sense-এর দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা	৫২
	৩. মাঠের অবস্থার (Field effect) দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা	৫৩
	৪. কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা	৫৪
	৫. ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ সম্পর্কিত গ্রন্থে উপস্থিত তথ্যের আলোকে জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালা ও তার পর্যালোচনা	৫৫

	৫.১ ‘কুরআন ও ফিক্‌হ সমান মর্যাদার গ্রন্থ’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৫৫
	৫.২ ‘হাদীসের চেয়ে ফিকহের জ্ঞানার্জন করার নেকী/কল্যাণ বেশি’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৬৩
	৫.৩ ‘আল কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো ভীষণ কঠিন’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৬৫
	৫.৪ ‘হিজরী ষষ্ঠ শতকের পর কুরআন নিয়ে গবেষণা করা, সময় ও শক্তির অপচয় তথা গুনাহ’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৭৩
	৫.৫ ‘তাকলীদ (অন্ধ-অনুসরণ) ফরজ’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৮১
	৫.৬ ‘প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উপস্থিত থাকা বিষয় (Setteled issue) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা নিষেধ। তবে যা নেই তা নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণার পথ খোলা আছে’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৮৭
	৫.৭ ‘প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ বিস্তারিত না পড়ে কুরআন ও হাদীস পড়া বৈধ নয়’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৮৯
	৫.৮ ‘বিজ্ঞান পড়া নিষিদ্ধ। কারণ, এটি দুনিয়াবী বিষয়’ বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা	৯২
১০	জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের তালিকা ও নীতিমালার সারসংক্ষেপ	১০২
১১	জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের তালিকা ও নীতিমালার পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ	১০৩
১২	শেষ কথা	১০৩

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল থাকলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে তথ্যটি বোঝা খুবই সহজ। কিন্তু জ্ঞানের মূল উৎস অবিকৃত থাকার পরও জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢোকে কীভাবে তা বোঝা অবশ্যই কঠিন। অন্যদিকে জ্ঞানের মূল উৎস অবিকৃত থাকার পরও মৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢোকাতে গেলে জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢোকাতে হবে এটিও চিরসত্য কথা। মুসলিম জাতির জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অপরিবর্তিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কুরআন হাতে নিয়েই মুসলিম জাতি জীবনের সকল দিকে শ্রেষ্ঠ ছিল মাত্র ৫০০-৭০০ বছর পূর্বে। সে জাতি আজ জীবনের সকল দিকে চরমভাবে অধঃপতিত। এতে ধারণা করা যায় মুসলিম জাতির জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকেছে। কিন্তু এ কাজ কে করেছে, কীভাবে করেছে এবং জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ঢুকিয়ে দেওয়া ভুলগুলো কী তা জানতে না পারলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ মুসলিম জাতি খুঁজে পাবে না।

রসূল (স.)-এর হাদীস নিয়ে ইবলিস ও তার দোসররা যা করেছে তার অনেকখানি মুসলিম জাতি ধরতে পেরেছে এবং তার প্রতিকারমূলক অনেক কাজ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস নিয়ে মুসলিম জাতির কাজ এখনো শেষ হয়নি। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন হাদীস নিয়ে কাজ করছে এবং জাতি কিছু দিনের মধ্যে তা দেখতে পাবে।

ফিক্‌হ নিয়ে ইবলিস ও তার দোসররা যে মহাপ্রলয় ঘটিয়ে রেখেছে তা এখনো মুসলিম জাতির অগোচরে। পুস্তিকাটি পড়লে আশাকরি মুসলিম জাতি সে বিষয়গুলো তথ্যভিত্তিক জানতে পারবে। ফলস্বরূপ আশা করা যায়, অনেক মুসলিম এর প্রতিকারের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক), অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১টি অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু' টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু' টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, সুরা আন-নিসা/ ৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল-কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ; আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল-কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুষঙ্গিক মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে আছে মানব জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। আর একটি মাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদ সালাত)। এটি রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল।

আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সে সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবকটি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।' *(ড. হুসাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬)*

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন

করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আল হাক্কাহ-এর ৪৪-৪৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common

sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় **'ইসম'** বলতে নাম (Noun) ও গুণ

(Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা

জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের আয়াত গুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা **'ইলহাম'** নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর- ৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ : الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে `মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম- হে রসূলুল্লাহ (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন- নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা Common sense) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর-১৭২১৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা

ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের সপ্তম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির 'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে' অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশ থেকে জানা যায়- মু' মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, **যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।**

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে, প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর কিয়াস হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো-

যে কোনো বিষয়

▼

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

▼

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

▼

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

▼

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) সঠিক বলে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ করা এবং প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া

▼

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

মূল বিষয়

জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল থাকলে জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় ভুল থাকবে। কারণ উৎসের সমন্বয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় ভুল থাকলে অবশ্যই ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। জ্ঞান জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতির মেরুদণ্ড চরমভাবে ভাঙা সে জাতির মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্নই আসে না। অন্যদিকে জ্ঞান মর্যাদার মাপকাঠি, চিরসত্য এ বাক্যটি সকলেরই জানা। মুসলিম জাতি-

- মাত্র ৫০০-৭০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে জীবনের সকল দিকে অন্য সকল জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ তথা মর্যাদাশীল ছিল।
- মুসলিম জাতির জ্ঞানার্জনের মূলগ্রন্থখানি তথা আল কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অবিকৃত আছে।
- আল কুরআনে জ্ঞানের সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে উপস্থিত আছে।

তাই, মনে প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক যে, একটি জাতির শিক্ষার মূল উৎস অক্ষরে অক্ষরে অবিকৃত থাকার পর কীভাবে এ চরম অধঃপতন ঘটলো? মনের এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেল মুসলিম জাতির পাঠ্য বইয়ে জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালা সম্পর্কে যে সকল কথা লেখা আছে তা জানলে যেকোনো বিবেক সচেতন মানুষ শুধু হতবাকই হবেন না, অজ্ঞান হয়ে যাবেন। আর জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ঢুকে ভুলগুলোই হয়ে গেলো মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের বুনিয়াদি বিষয়।

গবেষণায় পাওয়া সে জাতি বিধ্বংসী তথ্যগুলো পর্যালোচনাসহ জাতির সামনে তুলে ধরা এ পুস্তিকা রচনার মূল উদ্দেশ্য। দৃঢ়ভাবে আশাকরি, তথ্যগুলো ও তার পর্যালোচনা দেখলে অসংখ্য মানুষ এর সংস্কারের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। এটি শুধু মুসলিম জাতির জন্য প্রয়োজন নয়, বিশ্বমানবতার জন্যও প্রয়োজন। কারণ, সারাবিশ্বে আজ যে অশান্তি তার মূল কারণ হলো জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানে ভুল ঢুকে যাওয়া। আর মানবতার জ্ঞানে ভুল ঢোকানের মূল হোতা হলো মানব জাতির চির শত্রু ইবলিস/ শয়তান।

মানব জাতির জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকানোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে থাকা ভবিষ্যদ্বাণী

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসম্বলিত মঞ্চায়িত চমৎকার এক জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানী গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে জীবন্তিকাটি নির্ভুলভাবে উপস্থিত আছে।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা : বিশ্বসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।

রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে।

মঞ্চায়ন স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অবদান/ভূমিকা রেখেছেন-

১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র
২. মানব জাতির পিতা- প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.)
৩. মানব জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. সকল মানব রুহ
৫. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারীগণ- ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস/শয়তান।

জীবন্তিকাটিতে উপস্থিত থাকা মানবতার শত্রু ইবলিসের ষড়যন্ত্রের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ-

ভবিষ্যদ্বাণী-১

ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ .

প্রচলিত অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া **সরল সঠিক পথে** তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬)

প্রকৃত অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া **স্থায়ী পথে** তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

সংলাপটির শিক্ষা

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালিত করে পরকালের অনন্ত শান্তি ভোগ করার জন্য যে স্থায়ী পথ দিতে যাচ্ছেন সে পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য ইবলিস সর্বোক্ষণ চেষ্টা করবে।

জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর **সবচেয়ে কার্যকর** উপায় হলো, জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ, এটি করতে পারলে-

১. যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করবে সে ভুল জ্ঞানার্জন করবে।
২. যে যতো বেশি জ্ঞানার্জন করবে তথা উচ্চতর পড়াশোনা করবে সে ততো বেশি ভুল জ্ঞানার্জন করবে।

এর ফল স্বরূপ মানুষের আমলে ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল মানুষের উভয় জীবনের ব্যর্থতা ও অশান্তি। তাই, ইবলিস সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করবে মানব জাতির জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য।

ভবিষ্যদ্বাণী-২

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকরকারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

সংলাপটির বোল্ড করা অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা- ইবলিস মানব জাতীকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে।

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে দেখা যায়- ইবলিসের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের কারণে মানব জাতি আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের সঠিক নামটিও হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনা পথের নাম হবে স্থায়ী পথ। আর ইবলিস শিখিয়েছে সরল পথ বা সরল সঠিক পথ। স্থায়ী পথ এবং সরল সঠিক পথের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। স্থায়ী পথ হলো সে পথ যার মূল নীতিমালা প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত। স্থায়ী পথটি কী সেটি পরে (পৃষ্ঠা নম্বর ৯৪) আসছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়- ইবলিস ও তার দোসররা মানব সভ্যতার জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালাসহ মৌলিক জ্ঞানকে তছনছ করে দিয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণী-৩

ইবলিস এবং আল্লাহর মধ্যকার সংলাপ

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ .قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ . إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন- তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৬, ৩৭, ৩৮)

আয়াত তিনখানির সংলাপের ব্যাখ্যা : আয়াত তিনখানি থেকে জানা যায়- ইবলিসের চতুর্মুখী গভীর ষড়যন্ত্র মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের শুরুর দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

ভবিষ্যদ্বাণী-৪

আল্লাহর কথা

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ .

অনুবাদ : আর হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, যদি হও তবে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৯)

ব্যাখ্যা : আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি, সহজ ভাষায় ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন-

১. জান্নাতের সব খাদ্য খাওয়া যাবে।
২. একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা, ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না।

তাই, এ সংলাপ থেকে শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরিত কিতাবে অবিকৃতভাবে, সহজ ভাষায় ও স্পষ্টভাবে তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তা অমান্য করার পরিণতি উল্লেখ করা থাকবে।

ভবিষ্যদ্বাণী-৫

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর, লজ্জাস্থান যা তাদের পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা উন্মুক্ত করার জন্য শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো এবং বললো- তোমরা দুজন ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা : 'শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো এবং বললো- তোমরা দুজন ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :***

এ কথার মাধ্যমে, ইবলিসের আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য/তথ্য নিয়ে ষড়যন্ত্র করার পদ্ধতি কী হবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে-

১. আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করা।
২. ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যার গায়ে কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব ইত্যাদির মোড়ক লাগিয়ে প্রচার করা।

ভবিষ্যদ্বাণী-৬

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

অনুবাদ : আর সে তাদের দু'জনের কাছে (আল্লাহর নামে) কসম করে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ইবলিস (ও তার দোসররা) আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করানোর জন্য শুধু কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে প্রচার করে ক্ষান্ত হবে না। সে তার ব্যক্তি সত্তাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দুটি কাজ করবে-

১. নিজেকে ভীষণ পরহেজগার/মুত্তাকী বলে ধারণা দেওয়ামূলক কথা বলবে বা অবয়ব নিয়ে হাজির হবে। যেমন-
   ক. আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলা।
   খ. দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, বিশেষ ধরনের পোশাকসহ উপস্থিত হওয়া।
   গ. আল্লামা, মুহাক্কীক, মাওলানা, পীর, বুজর্গ, কামিল ইত্যাদি খেতাবসহ উপস্থিত হওয়া।
   ঘ. মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দেওবন্দী ইত্যাদি খেতাবসহ উপস্থিত হওয়া।

২. নিজেকে মানুষের কল্যাণকামী বলে পরিচয় দেবে। যেমন-
   ক. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক, ইন্জিনিয়ার ইত্যাদি। (বিদেশী ডিগ্রি হলে সুবিধা অধিক)।
   খ. মানবতাবাদী, সমাজকর্মী, গরীবের বন্ধু ইত্যাদি।

ভবিষ্যদ্বাণী-৭

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.

অনুবাদ : তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু; আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কিছুদিনের অবস্থান ও ভোগ্যসামগ্রী রয়েছে।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৪)

আয়াতখানির সংলাপের ব্যাখ্যা : শয়তানের ষড়যন্ত্র কবলিত হয়ে ত্রুটি করে ফেলার কারণে মানব জাতির আদি পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে মন থেকে ক্ষমা চান। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। তবে তাদেরকে পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য বসবাস করতে হবে এবং শয়তান তাদের শত্রু/ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে সেখানে থাকবে বলে জানিয়ে দেন।

ভবিষ্যদ্বাণী-৮

আল্লাহ্ তা'য়ালার কথা

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অনুবাদ : এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা যাবে, অতঃপর যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

আয়াতখানির সংলাপের ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতখানিতে উল্লিখিত আল্লাহ তা'য়ালার সিদ্ধান্ত জানার পর মানব জাতির আদি পিতা-মাতা স্বাভাবিকভাবে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন- শয়তান তাদের দিয়ে আল্লাহর স্পষ্ট আদেশ অমান্য করাতে সক্ষম হয়েছে। তাই, তার পক্ষে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের সকল সন্তানকে বিপথে নেওয়া মোটেই কঠিন হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির আদি পিতা-মাতার দুশ্চিন্তা লাঘবের জন্য আলোচ্য আয়াতখানিতে শয়তানের ঐ ষড়যন্ত্রকে কীভাবে প্রতিরোধ করতে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- যুগে যুগে তাঁর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার স্পষ্ট তথ্য-ধারণকারী কিতাব মানব জাতির কাছে যাবে। যারা ঐ কিতাব সরাসরি অধ্যয়ন করে তাঁর জানিয়ে দেওয়া উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞানার্জন ও তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না। আর আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

ইবলিস ও তার দোসরদের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হওয়ার প্রমাণ এবং ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

অনুবাদ : আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন), হে জ্বিন সম্প্রদায় (জ্বিন শয়তানেরা), তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। তখন মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে, আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) কারো ব্যাপারে অন্যকিছু চাইলে ভিন্ন কথা। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী।

(সুরা আনআম/৬ : ১২৮)

ব্যাখ্যা : পূর্বের আয়াতগুলোর মাধ্যমে, মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে ইবলিসের ষড়যন্ত্র এবং সে ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন দিক ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে জানানো হয়েছে। আর এ আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে-

১. মানুষের মধ্যে ইবলিসের বন্ধুরাও থাকবে।
২. শেষ বিচারের দিন ইবলিস ও তার মানব বন্ধুরা দুনিয়ায় মানবতার বিরুদ্ধে তাদের কৃত ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে নেবে।
৩. ইবলিসের মানব বন্ধুরা বলবে- ঐ ষড়যন্ত্র করে দুনিয়ায় তারা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছিল।
৪. ঐ ষড়যন্ত্র করার কারণে ইবলিস ও তার দোসরদের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... ... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: **هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ**. فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ:

فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ: الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন- **এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।** যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কাছ থেকে কীভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শিখাবো। তিনি বললেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! **দেখো, ইহুদী-নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে?** জুবাইর (রা.) বললেন, তারপর আমি 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবূ দারদা (রা.) কী বলেছে তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা (রা.) যা বলেছে, সেটি আমি তার কাছে বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা (রা.) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। **ইলমের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।**

- ◆ সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নম্বর ২৬৫৩।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :

'এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** এক সময় ইবলীস ও তার দোসররা ষড়যন্ত্র করে মানব সভ্যতাকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

'এমনকি এ বিষয়ে (ইলম বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** শয়তান ও তার দোসররা জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এমনভাবে পরিবর্তন করে দেবে যে- কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে তা থেকে সঠিক জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাও মুসলিমরা হারিয়ে ফেলবে।

হাদীসখানির প্রচলিত ব্যাখ্যা : হাদীসখানি এবং এ ধরনের আরও দু'একটি হাদীসের প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া একটি কথা হলো- কিয়ামতের পূর্বে কুরআনের সকল অক্ষর আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন। অর্থাৎ কুরআন সাদা হয়ে যাবে। আর এটি কিয়ামতের একটি আলামত।

এ ব্যাখ্যা সঠিক না হওয়ার বিষয়ে হাদীসখানিতে উপস্থিত থাকা প্রমাণ-

প্রমাণ-১

হাদীসখানির মূল বক্তব্য (এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না) শুনে যিয়াদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (রা.) রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- আমাদের কাছ থেকে কীভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শিখাবো।

এ প্রশ্নের জবাবে রসূল (স.) প্রথমে তাঁকে মৃদু ভাষায় তিরস্কার (তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক) করে বলেছেন- 'হে যিয়াদ! আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম'। এ কথার মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন যে- তার এ বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার জন্য গভীর জ্ঞানের দরকার পড়ে না। তাই, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হওয়ার পরও তুমি কেন এর ব্যাখ্যা বুঝতে পারলে না?

হাদীসখানির পরের অংশের বক্তব্যের (দেখো, ইহুদী-নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে?) মাধ্যমে রসূল (স.) হাদীসখানির মূল বক্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে দিয়েছেন।

সে ব্যাখ্যা হলো- ইহুদী ও নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল উপস্থিত আছে। কিন্তু তা তাদের কাজে আসছে না। কারণ, ইবলিস ও তার

দোসররা তাওরাত ও ইনজীলে উপস্থিত থাকা জ্ঞানার্জনের উৎস ও নীতিমালা এমনভাবে পাল্টিয়ে দিয়েছে যে, ইহুদী ও নাসারারা তা পড়েও সঠিক শিক্ষা নিতে ও আমল করতে পারছে না।

এমনিভাবে এক সময় আসবে যখন ইবলিস ও তার দোসররা কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা জ্ঞানার্জনের উৎস ও নীতিমালা এমনভাবে পাল্টিয়ে দেবে যে, মুসলিমরা তা পড়ে সঠিক শিক্ষা নিতে ও আমল করতে পারবে না।

প্রমাণ-২

হাদীসখানির বর্ণনা সূত্রে থাকা অন্য সাহাবী জুবাইর (রা.) মূল বর্ণানাকারীর ভাই উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সাথে দেখা করেন। এরপর তাদের মধ্যে যে সংলাপ হয় তা হলো- 'আপনার ভাই আবূ দারদা (রা.) কী বলেছেন তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা (রা.) যা বলেছে, সেটি আমি তার কাছে বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা (রা.) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়'।

এ সংলাপ থেকে বোঝা যায়- উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) প্রথমে হাদীসখানিকে সঠিক বলেছেন। এরপর হাদীসখানির মূল বিষয়ের (এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না) ব্যাখ্যা কী হবে তা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটি হলো- 'ইলমের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়'।

উদাহরণটি থেকে সহজে বোঝা যায়, হাদীসখানির মূল ব্যক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো- কুরআনের আয়াত থাকবে কিন্তু তার শিক্ষা উঠে যাবে। যেমন, সালাত সম্পর্কিত কুরআনের সকল আয়াত যথাস্থানে থাকবে। তবে যে বিনয়ী ভাব নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে বলে কুরআন জানিয়েছে সেটি থাকবে না।

মন্তব্য :

১. হাদীসখানির উল্লিখিত সঠিক ব্যাখ্যাটি শুধু তার পক্ষে করা সম্ভব হবে, যার কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস এবং তা ব্যবহারের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) জানা আছে।

২. হাদীসখানির প্রচলিত (ভুল) ব্যাখ্যাটি শুধু তারাই করবে বা শুধু তাদেরকেই গ্রহণ করানো যাবে যারা- কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস এবং তা ব্যবহারের নীতিমালার স্থানে ইবলিস ও তার দোসরদের প্রণীত উৎস এবং তা ব্যবহারের নীতিমালা জানে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ..... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিনি 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইলম' উঠিয়ে নেবেন না। বস্তুত ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকেই মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- ♦ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নম্বর-১০০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসখানিকে ১ নম্বর হাদীসখানির মূল বক্তব্যের (এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না) ব্যাখ্যামূলক হাদীস বলা যায়।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক সরাসরি কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে না।

'আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক না থাকার কারণে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী লোক হলো তারা, যারা আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃত উৎসসমূহ এবং সেগুলো ব্যবহারের প্রকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে ইসলাম তথা জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেছে।

'যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে মাথা হিসেবে গ্রহণ করবে' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** মানব শরীরে জ্ঞান থাকে মাথায়। অর্থাৎ মাথা হলো জ্ঞানের আধার। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হবে- যখন জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ এবং তা ব্যবহারের প্রকৃত নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) ব্যবহার করে শিক্ষিত হওয়া প্রকৃত জ্ঞানী থাকবে না তখন ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া ব্যক্তিদেরকে মানুষ মাথা তথা জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু আসলে তারা ভুল জ্ঞান ধারণকারী এবং অজ্ঞদের থেকেও ক্ষতিকর ব্যক্তি।

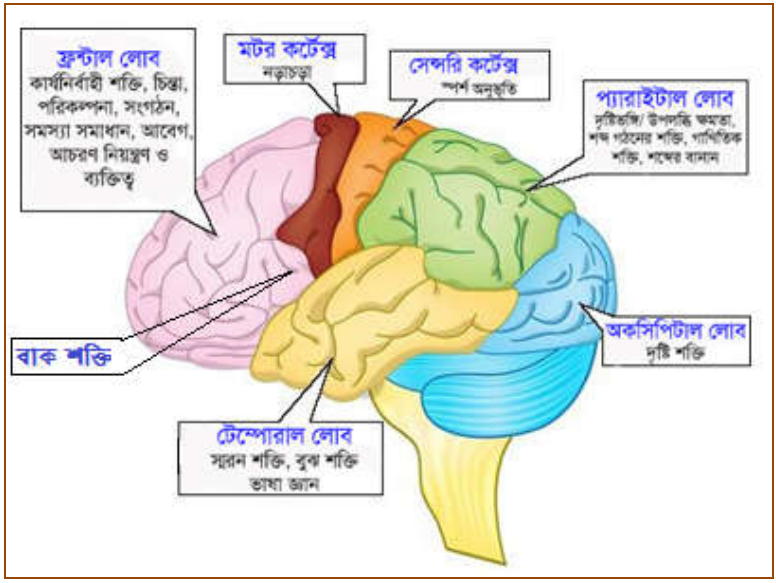

‘তাদের কাছে কিছু জানতে চাইলে, জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে’ ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষিত হওয়া আলিম/জ্ঞানী খেতাবধারী ব্যক্তিদের কাছে কোন ফতওয়া জানতে চাইলে, সঠিক জ্ঞান না থাকার পরও তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে। অর্থাৎ তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে।

‘অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে’ ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা*** : ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা-

১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।
২. অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে।
এটি তাদের দিয়ে দুইভাবে সংঘটিত হবে-
ক. বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লেখা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে।
খ. মানুষের করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে বা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারার মাধ্যমে।

মন্তব্য : এ হাদীসখানি মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রায় শতভাগ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী। এ হাদীসখানি প্রমাণ করে দেয় যে- রসূল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি নিয়ে সকল দ্বীনবিষয়ক কথা বলতেন।

হাদীস-৩.১

حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقَضِي وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الاِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ (রহ.) থেকে শুনে তার আস-সুনানুল কুবরা গ্রন্থে লিখেছেন-* আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা কুর'আন শিক্ষা করো ও তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা ইলম অর্জন করো আর তা মানুষকে শিক্ষা দাও। আর তোমরা ফারাইয তথা ফরজ শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কারণ, খুব তাড়াতাড়িই ইলম পৃথিবী থেকে চলে যাবে এবং ফিতনা প্রকাশ পাবে। এমনকি দুইজন ফরজ বিষয়ে মতবিরোধ করবে আর তাদের মধ্যে ফায়সালা দেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না।

- নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং-৬৩০৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩.২

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিসাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবুল*

'আব্বাস মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মাহবূবী থেকে শুনে তাঁর 'মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন- আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন- রসূল (স.) বলেছেন- তোমরা কুরআন শেখো ও তা মানুষকে শেখাও এবং তোমরা ফারায়েজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও। কারণ, আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। তারপর ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে, এমনকি ফারায়েজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না।

- আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নম্বর ৭৯৫০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস দু'খানির অংশ ভিত্তিক প্রকৃত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :

'তোমরা কুরআন শেখো এবং তা মানুষকে শেখাও' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** এ অংশে রসূল (স.) সকল মু'মিনকে কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে এবং তা মানুষকে শেখাতে বলেছেন।

'তোমরা ফারায়েজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** 'ফারায়েজ' শব্দটি 'ফরজ' শব্দের বহুবচন। ফরজ শব্দের একটি অর্থ হলো মৌলিক। অন্যদিকে কুরআনে আছে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং একটিমাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)। তাই এ অংশের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হবে- তোমরা কুরআন তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শেখো এবং সেগুলো মানুষকে শেখাও। গুরুত্ব অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অবস্থান হবে-

১. জ্ঞানের উৎস।
২. জ্ঞানার্জনের মূলনীতি।
৩. অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান।

'কারণ আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া হবে' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা*** **:** রসূল (স.)-এর এন্তেকালের পর ষড়যন্ত্রকারীরা (শয়তান ও তার দোসররা) কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে হারিয়ে দেবে।

'তারপর ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা*** **:** কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে ইবলিস ও তার দোসররা ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেবে।

'এমনকি ফারায়েজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা*** **:** ইবলিস ও তার দোসররা জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এমনভাবে পাল্টিয়ে দেবে যে, ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী/আলিম সমাজে থাকবে না। তাই-

১. ইসলামের মূল বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলেও তা সমাধান করার মতো কোন আলিম/জ্ঞানী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না বা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

২. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার মতো কোন আলিম/জ্ঞানী পাওয়া যাবে না।

হাদীস দু'খানির প্রচলিত ব্যাখ্যা : সারা মুসলিম বিশ্বে এ হাদীস দু'খানি সম্পত্তি বণ্টন (ফারায়েজ) শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব বর্ণনাকারী হাদীস হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। এমনকি ফারায়েজ তথা সম্পত্তি বণ্টনের জ্ঞান ইসলামী 'জ্ঞানের অর্ধেক' কথাটিও ব্যাপকভাবে চালু। হাদীসখানির এ ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব হলো তা আমি কোনমতেই বুঝতে পারি না। ইবলিস ও তার দোসররা, মুসলিম জাতির জ্ঞানে কী মান ও পরিমাণের মৌলিক ভুল ঢুকিয়েছে, Common sense সম্পন্ন কোন মানুষের এখান থেকে তা বুঝতে পারা কঠিন হওয়ার কথা নয়।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ থাকা ভবিষ্যদ্বাণী হলো-

১. ইবলিস ও তার মানব দোসররা চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে বিভ্রান্ত করে দুনিয়া ও আখিরাতে অশান্তিতে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করবে।

২. ষড়যন্ত্র মানুষের পৃথিবীতে আসার প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

৩. ইবলিস ও তার মানব দোসরদের মানব সভ্যতাকে অশান্তিতে নিমজ্জিত করার প্রচেষ্টার মূল কাজের স্তরসমূহ হবে-

ক. জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া।

খ. ভুল উৎসের ভিত্তিতে বানানো নীতিমালার আলোকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলগণের সুন্নাহর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে মৌলিক ভুল তথ্য তৈরি করা।

গ. নেকী, সাওয়াব, কল্যাণ ইত্যাদির মোড়ক লাগিয়ে মৌলিক ভুল তথ্যগুলো মানুষকে গ্রহণ করানো।

৪. ইবলিস ও তার মানব দোসররা হিতাকাঙ্ক্ষী তথা বন্ধুর বেশ (মানবতাবাদী, গরীবের বন্ধু, সমাজকর্মী, সমাজসেবী ইত্যাদি) ধরে মানুষের কাছে আসবে।

৫. নিজ বক্তব্যকে বিশ্বাস করার মতো মানসিক অবস্থা তৈরি করামূলক কথা (আল্লাহর কসম খাওয়া, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, মুহাক্কীক, আল্লামা, মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দেওবন্দী, হাটহাজারী, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুফাসসির, অধ্যক্ষ, প্রফেসর, চিকিৎসক, ইন্জিনিয়ার, আকাবের, পীর, মুরব্বী ইত্যাদি খেতাব) বলার পর ষড়যন্ত্রমূলক কথাগুলো উপস্থাপন করবে।

৬. ইবলিসের ষড়যন্ত্রের মহাক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে হলে বর্তমান মানব সভ্যতাকে আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে সেখানে উল্লিখিত উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করে জীবনের প্রতিটি দিক পরিচালনা করতে হবে।

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও তার পর্যালোচনা

বিষয়টি আমরা দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করবো-

১. কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টিকোণ।

২. বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিকোণ।

দৃষ্টিকোণ-১

❑ কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টিকোণ

কুরআনে উল্লিখিত জীবন্তিকা ও হাদীসের স্পষ্ট তথ্য থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে-

১. ইবলিস ও তার দোসররা চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করে মানব জাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম অশান্তিতে ফেলার চেষ্টা করবে।

২. আর ঐ ষড়যন্ত্র থেকে বর্তমান মানব জাতিকে বাঁচতে হলে আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআন সরাসরি পড়ে সেখানে উল্লিখিত উৎস ও নীতিমালার আলোকে জীবন সম্পর্কিত সকল জ্ঞানার্জন করতে হবে। অতঃপর সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবনের সকল দিক পরিচালনা করতে হবে।

বিশ্বের অমুসলিমদের কুরআনের জ্ঞান না থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আবাক বিষয় হলো বর্তমান মুসলিম বিশ্বে-

১. বহুল প্রচারিত একটি কথা হলো অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হয়।
২. যারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের শতকরা ৫-৭ জনের বেশি পুরো কুরআন একবার অর্থসহ পড়েনি। এটি আমরা সরাসরি যাচাই করে দেখেছি।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলাম শেখানো হয় প্রধানত ফিক্হগ্রন্থ শেখানোর মাধ্যমে। তাই, কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় অবশ্যই ভুল ঢুকেছে।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিকোণ

ইসলামে জ্ঞানের উৎসসমূহ হলো-

১. কুরআন
২. হাদীস
৩. ইজমা
৪. কিয়াস।

যাদের ইসলামের কিছু জ্ঞান আছে তারা সকলে এটি জানে, এ চারটি হলো জ্ঞানের উৎস। আর তথ্যটি ইসলামী শিক্ষার বইতে লেখা আছে এভাবে-

গ্রন্থ-১

উসূলুশ শাশী মূলগ্রন্থ

فان اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالي و سنة رسوله و اجماع الامة و القياس

فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام ليعلم بذلك تخريج الاحكام .

অনুবাদ : ফিকহের নীতিমালা চারটি (ইসলামে জ্ঞানের উৎস চারটি)- আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত এবং কিয়াস। কোন বিষয়ে উপরোক্ত চারটি মূলনীতির বাইরে শরীয়তের আহকাম বের করা ঠিক হবে না।

(উসূলুশ শাশী মূলগ্রন্থ, পৃ:-৫)

মূল লেখক : *ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (নিযামউদ্দিন শাশী নামে পরিচিত)। জন্ম- শাশ, সমরকন্দ, রাশিয়া। মৃত্যু-৩২৫ হি: (মিসরে)।*

গ্রন্থ-২

মাদ্রাসার পাঠ্যবই হিসেবে বাংলায় লেখা উসূলুশ শাশী

ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ (উৎস) হলো ৪টি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিয়ামত অবধি ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে (গবেষণা করে) যে যতই সুন্দর সুষ্ঠ সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোনো মূল্য নেই।

(পেশ কালাম, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক : আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল-০৯.১১.২০০৪)।

গ্রন্থ-৩

জ্ঞানের চারটি উৎস রয়েছে- ক. আল-কুরআন, খ. আল-হাদীস বা সুন্নাহ, গ. ইজমা এবং ঘ. ইজতিহাদ বা কিয়াস।

(এম এ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি। ভাষান্তর ও সম্পাদনা : প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয়, ১৯৯৯খ্রি., পৃ. ১৪)

কিয়াস ও ইজমার জ্ঞানের উৎস হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

কিয়াসের সাধারণ সংজ্ঞা : কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে ইসলামের একজন ফকীহ/মনীষী ব্যক্তির গবেষণার ফল।

ইজমার সাধারণ সংজ্ঞা : কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল অভিন্ন হলে অথবা কারো কিয়াসের বিষয়ে সকলে একমত হলে তাকে ইজমা বলে।
অর্থাৎ কিয়াস হলো- ইসলামী বিষয়ে একজন মনীষী ব্যক্তির গবেষণার ফল। আর ইজমা হলো- ইসলামী বিষয়ে মনীষীদের সামষ্টিক গবেষণার ফল।

ফিকাহশাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা : মনীষীদের গবেষণার ফল (ইজমা ও কিয়াস) ধারণকারী গ্রন্থ।

পর্যালোচনা

যদি বলা হয়- নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটির উত্তর কী হবে?

একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে-

১. পারে
২. পারে না
৩. অবশ্যই পারে না
৪. বলা কঠিন।

পৃথিবীর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সকল মানুষ বলবে ৩ নম্বরটি। অর্থাৎ অবশ্যই পারে না।

এবার যদি বলা হয়- তাহলে নিম্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্নটির উত্তর কী হবে?

কিয়াস ও ইজমা তথা ইসলামী বিষয়ে একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল ইসলামী জ্ঞানের উৎস হতে-

১. পারে
২. পারে না
৩. অবশ্যই পারে না
৪. বলা কঠিন।

পৃথিবীর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সকল মানুষ বলবে ৩ নম্বরটি। অর্থাৎ অবশ্যই পারে না।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, চিন্তা করুন যে তথ্যটি পৃথিবীর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সকল মানুষের কাছে ভুল/মিথ্যা, সে তথ্যটি পৃথিবীর ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী, সাধারণ জ্ঞানী এবং সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত সকল মুসলিম সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। আর বিষয়টি হলো জ্ঞানের উৎস। যেখানে ভুল থাকলে পুরো ইসলামী শিক্ষা ভুল হয়ে যাবে। অর্থাৎ বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞান অসংখ্য মৌলিক ভুলে ভরা, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে এমন একটি বিষয়।

এ তথ্য জানার পর- কুরআনের জানানো 'ইবলিস ও তার দোসররা কিয়ামত পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে চতুর্মুখী গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবে' এবং রসূল (স.) এর বলা- 'এক সময় মুসলিমদের জ্ঞানার্জন করার ক্ষমতাই থাকবে না' বক্তব্য ইতোমধ্যে শতভাগ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে, এ কথা বুঝতে কারো সামান্যতম অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কিয়াস ও ইজমার মূল্য/মর্যাদা আছে কি নেই

Common sense (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা সমান নয়। তাই, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বেশি তাদের মতামত বা সিদ্ধান্ত অধিক গুরুত্ব পাবে এটি খুব সহজে বলা যায়। কিয়াস ও ইজমা হলো ইসলামী বিশেষজ্ঞ বা মনীষী ব্যক্তিদের একক বা সামষ্ঠিক গবেষণার ফল। তাই, Common sense-এর আলোক সহজে বলা যায়; কিয়াস ও ইজমার অবশ্যই মূল্য আছে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কিয়াস ও ইজমার অবশ্যই মূল্য আছে।

আল-কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : তোমরা যদি না জানো (জানতে/বুঝতে না পারো) তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/ফকিহ) কাছে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭, সুরা নাহল/১৬ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহর কিতাবধারীদের বলা হয়েছে- যদি কোনো বিষয়ে তাদের জানা না থাকে তবে সেটি তাদের কিতাবের জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে। এখান থেকে জানা যায় জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানার বিষয়টি ইসলাম সিদ্ধ।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের একক ও সামষ্টিক সিদ্ধান্ত হলো কিয়াস ও ইজমা। তাই, আয়াত দু'খানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- ইসলামে কিয়াস ও ইজমার অবশ্যই মূল্য আছে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- কিয়াস ও ইজমার অবশ্যই মূল্য আছে।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ... ... عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রসূল (স.) বললেন- এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো। অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দিয়ে বাতিল করো না। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো। আর **আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও।**

- মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নম্বর ৬৭৪১।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানির বোল্ড করা অংশ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়- ইসলামে কিয়াস ও ইজমার অবশ্যই মূল্য আছে।

কিয়াস ও ইজমার মূল্য/মর্যাদা সম্পর্কে চালু থাকা অন্য দু'টি কথা ও তার পর্যালোচনা-

১. কিয়াস ও ইজমা ইসলামী শরীয়ার উৎস।

২. কিয়াস ও ইজমা হলো দ্বিতীয় স্তরের উৎস (Secondery source)।

তবে এ দুটির কোনটিই সঠিক নয়। শরীয়াহ হলো ইসলামের বিধি-বিধান তথা বুনিয়াদি বিষয়। তাই, জ্ঞানের উৎস এবং শরিয়ার উৎস অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমার প্রকৃত মূল্য/মর্যাদা

ইসলামে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো দুই শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. জ্ঞানের উৎস।
২. গবেষণার তথ্যসূত্র তথা রেফারেন্স।

জ্ঞানের প্রকৃত উৎসসমূহ

পৃথিবীর মানুষকে যদি বলা হয় নিম্নের বহু নির্বচনী প্রশ্নটির উত্তর কী হবে?

১. General knowledge অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
২. Common sense অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
৩. উভয়টি সঠিক
৪. কোনোটি সঠিক নয়।

কেউ বলবে ১নং, কেউ বলবে ২নং এবং কেউ বলবে ৩নং। কিন্তু এর কোনটি সঠিক নয়। সঠিক উত্তরটি হলো- General knowledge হলো অর্জিত সাধারণ জ্ঞান যা বইপুস্তক পড়া, আলোচনা শুনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিখতে হয়। আর Common sense হলো জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ জ্ঞান। এটি ভ্রূণ স্তরে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়, ইলহামের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষকে মহান আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। সূরা আশ শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎসসমূহ হলো-

১. আল কুরআন
২. সুন্নাহ (হাদীস)
৩. Common sense (আকল/বিবেক/বোধশক্তি)।

জ্ঞানের উৎসের বিষয়ে মনীষীগণের বক্তব্য

মনীষী-১

ইলম অর্জনের উৎস তিনটি। আল-কুর'আনুল কারীম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকল ও অনুভূতি-চেতনা।
(আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, মাওসূআতুল বুহুস ওয়াল মাকালাত আল-ইলমিয়্যাহ, ভূক্তি-মাসাদিরুল ইলম ফীল ইসলাম, পৃ. ১)

মনীষী-২

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন : জ্ঞানার্জনের উৎস তিনটি। কুর'আন, সুন্নাহ, বিবেক। (মাজাল্লাতুল বায়ান, খ. ৬৫, পৃ. ৩০।)

মনীষী-৩

জ্ঞানার্জনের মূলনীতি তিনটি। ওহী, অনুভূতি ও আকল। (ইমাম গাযালী রহ., আল-ইসলাম ওয়াত ত্বায়াকাত আল-মুআত্তালাত, মিশর : দারু নাহদাহ, খ. ১. পৃ. ৭৫)

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য

তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য :

১. কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।

২. সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।

৩. Common sense : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

ব্যাবহারিক (Practical) পার্থক্য :

১. কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।

২. সুন্নাহ (রসূল সা.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।

৩. Common sense : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- **Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?** (গবেষণা সিরিজ-৬) এবং **নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বই দুটিতে।

গবেষণার তথ্যসূত্র তথা রেফারেন্স

কুরআন তথা ইসলাম গবেষণাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। সুরা মুহাম্মাদের ২৪ নম্বর আয়াতে কুরআন নিয়ে গবেষণা করার মানসিকতা না থাকা ব্যক্তিকে অন্তরে তালা পড়ে যাওয়া ব্যক্তি বলা হয়েছে। গবেষণা করতে গেলে রেফারেন্স লাগে। আর প্রত্যেক গবেষককে তার গবেষণার রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাই, ইসলামী জীবন বিধানে গবেষণার রেফারেন্স কী হবে তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে জানা বা বুঝে নেওয়া দরকার। আর এটি জানতে বা বুঝতে পারলে ইসলামী জ্ঞানে কিয়াস ও ইজমার প্রকৃত অবস্থান কী হবে সেটি বুঝাও সহজ হবে।

কিয়াসের প্রকৃত সংজ্ঞা

কিয়াসের সাথে হিকমাহ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই, কিয়াসের প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝতে হলে **'হিকমাহ'** শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা আগে জানতে হবে। 'হিকমাহ' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুবার এসেছে। কিন্তু এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু নেই।

'হিকমাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ : প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি। ইসলামী জীবন বিধানে 'হিকমাহ' অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রসূল (স.) মানুষ গঠনের জন্য যে চারটি কাজ করতেন বলে সুরা আলে-ইমরানের ১৬৪, বাকারার ১২৯ ও ১৫১ এবং জুম'আর ২ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় তার একটি হলো **হিকমাহ** শিক্ষা দেওয়া। সুরা জুম'আর ২ নম্বর আয়াতের বক্তব্যটি নিম্নরূপ-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

অনুবাদ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন- যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং 'হিকমাহ' শেখায়; যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলো।

(সুরা জুম'আ/৬২ : ২)

আর **হিকমাহ** বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ সরাসরি ও স্পষ্টভাবে যে তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

অনুবাদ : তিনি যাকে ইচ্ছা 'হিকমাহ' দান করেন; আর যাকে 'হিকমাহ' দেওয়া হয় তাকে অতীব কল্যাণকর একটি বিষয় দেওয়া হয়।

(সুরা বাকারা/২ : ২৬৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায় 'হিকমাহ' অতীব কল্যাণকর একটি বিষয়। আর এ কল্যাণের সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো হিকমাহধারী ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ তথা ব্যাখ্যা সহজে বুঝতে পারে।

‘হিকমাহ’-এর সংজ্ঞা

কুরআন ও সুন্নায় এ শব্দটি যত স্থানে এসেছে তা পর্যালোচনা করলে শব্দ বা বিষয়টির সংজ্ঞা যা হবে বলে জানা যায় তা হলো- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/বিবেক/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

হিকমাহধারী (প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/ফকীহ) ব্যক্তির সংজ্ঞা

কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/বিবেক/আকলের উৎকর্ষিত অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাধারী ব্যক্তি।

তাই, কিয়াসের প্রকৃত সংজ্ঞা হলো-

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/হিকমাহধারী ব্যক্তির উৎকর্ষিত Common sense (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি)-এর অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ব্যবহার করে পরিচালনা করা গবেষণার ফল হলো কিয়াস।

সংজ্ঞাটির পর্যালোচনা

সংজ্ঞাটি হতে সহজে ও স্পষ্টভাবে জানা যায়- কিয়াসের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি উপস্থিত আছে। আর কিয়াস হলো ইসলামের একজন প্রজ্ঞাবান/ফকীহ/মনীষী/বিচক্ষণ ব্যক্তির উৎকর্ষিত Common sense ব্যবহার করে পরিচালনা করা গবেষণার ফল। তাই কিয়াসের অবশ্যই মূল্য/মর্যাদা আছে। আর সে মূল্য/মর্যাদা হলো গবেষণার তথ্যসূত্র/রেফারেন্স হওয়ার মর্যাদা।

তাই ইসলামের গবেষণার মূল তথ্যসূত্র/রেফারেন্স হবে কুরআন ও সুন্নাহ। আর তার পরের স্তরের তথ্যসূত্র/রেফারেন্স হবে ইজমা ও কিয়াস।

আর তাই, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী গবেষণার রেফারেন্সসমূহ হবে-

১. আল কুরআন
২. সুন্নাহ (হাদীস)
৩. ইজমা
৪. কিয়াস।

জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালা ও তার পর্যালোচনা

যে দৃষ্টিকোণসমূহের আলোক আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করবো-

১. কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণী।
২. Common sense।
৩. মাঠের অবস্থা (Field effect)।
৪. কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষণা।
৫. প্রচলিত ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ সম্পর্কিত গ্রন্থের তথ্য।

দৃষ্টিকোণ-১

❑ কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা

জ্ঞানার্জনের প্রচলিত উৎসের পর্যালোচনার ১নং দৃষ্টিকোণে, কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- জ্ঞানার্জনের বর্তমান ইসলামী নীতিমালায় অবশ্যই মৌলিক ভুল আছে।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ Common sense-এর দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা

এ কথা বলা খুবই সহজ যে- জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল থাকলে জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় অবশ্যই ভুল থাকবে। কারণ, নীতিমালা তৈরি হয় উৎস দিয়ে। পূর্বের আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে- জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসে মৌলিক ভুল আছে। তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- ইসলামের জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় অবশ্যই ভুল ঢুকেছে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ **মাঠের অবস্থার (Field effect) দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা**

কোন বিষয় সঠিক কি-না তা জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো মাঠের অবস্থা (Field effect) পর্যালোচনা করা। মাঠের অবস্থা বলতে বুঝায়- বিষয়টি পালন বা ব্যবহার করে মানুষ লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটি। মাঠের অবস্থা পর্যালোচনায় যদি দেখা যায়- চালু করা বিষয়টিতে বাস্তবে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে তবে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, চালু করা বিষয়টিতে ভুল আছে। তাই, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মাঠ তথা মানব সমাজ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

উদাহরণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি ঔষধ বাজারে ছাড়া হয় পরীক্ষাগার, জীব-জন্তু ও মানুষের ওপর পরীক্ষা করে নিরাপদ প্রমাণিত হওয়ার পর। তারপর মাঠের অবস্থা (Field effect) পর্যালোচনা করা হয়। যদি দেখা যায় মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ ঔষধটি খাওয়ায় মানুষের ক্ষতি হচ্ছে তাহলে ধরে নেওয়া হয় ঔষধটিকে পরীক্ষাগার, জীব-জন্তু ও মানুষের ওপর পরীক্ষার কোন এক স্তরে ভুল হয়েছে। তখন ঔষধটি বাজার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

আমার ৩০-৪০ বছরের চিকিৎসক জীবনে এটি বেশ কয়েকবার ঘটতে দেখেছি। চিকিৎসার মূলনীতিরও পরিবর্তন হতে দেখেছি। যেমন- Big surgeon big incisson ⟶ Big surgeon small incisson (যে যতো বড়ো সার্জন হবে সে ততো বড়ো করে কাটবে ⟶ যে যতো বড়ো সার্জন হবে সে ততো ছোটো করে কাটবে)।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত তারা খুৎবা, আলোচনা, ওয়াজ-নসিহতে এমন অনেক কথা বলেন বা প্রচার করেন যার মাঠের অবস্থা (Field effect) হলো-

১. সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

২. পর্যালোচনা করলে অতিসহজে বুঝা যায় সেগুলো-

ক. মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

খ. অসৎ মানুষ তৈরি হতে এবং সমাজকে অশান্তিময় করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ইসলাম মানব সমাজকে-

১. শান্তিময় করতে চায়।
২. ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল উৎস হলো আল-কুরআন।
৩. কুরআনকে মহান আল্লাহ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ বলেছেন।
৪. সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।

তাই, যে কথা কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে রাখতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এবং অসৎ মানুষ তৈরি হতে ও সমাজকে অশান্তিময় করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে তা কখনও কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য হতে পারে না। ইসলামের নামে চালু হওয়া অনেক কথার মাঠের অবস্থা (Field effect) বলে দেয়, প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায়-

১. সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলাম শেখানো হয় না।
২. কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালায় মৌলিক ত্রুটি আছে।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালার পর্যালোচনা**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন এ পর্যন্তে ইসলামের ৩৭টি মৌলিক বিষয়ে তাদের গবেষণা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে ঐ ৩৭টি বিষয়ের অবস্থান ১ থেকে ৩৭। ঐ ৩৭টি বিষয়-

১. অত্যন্ত বাস্তব সম্মত।
২. বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সরাসরি বিজ্ঞানসম্মত।
৩. মানব সমাজকে শান্তিময় করার জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখামূলক বিষয়।
৪. সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়লে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের সামান্য জ্ঞান থাকা ব্যক্তির (যেমন আমি প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান) বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন করতে পারা মোটেই কঠিন নয়।
৫. কুরআন ও হাদীসে সরাসরি উপস্থিত থাকা নীতিমালা অনুসরণ করে আল কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলে

বিষয়গুলো সম্পর্কে যে সকল কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে সে সিদ্ধান্তে কোনোভাবে উপনীত হওয়া যায় না।

তাই, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেনের গবেষণার আলোকে সহজে বলা যায়-

১. প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায় সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলাম শেখানো হয় না।

২. কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত নীতিমালায় মৌলিক ত্রুটি আছে।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ সম্পর্কিত গ্রন্থে উপস্থিত তথ্যের আলোকে জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালা ও তার পর্যালোচনা

প্রচলিত ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ সম্পর্কিত গ্রন্থে জ্ঞানের ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের তথ্য উপস্থিত আছে। তথ্যগুলো সারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষায় পড়ানো হয়। এখন সে তথ্যগুলোতে থাকা জ্ঞানের ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কিত কিছু কথা উল্লেখ এবং তার পর্যালোচনা করা হবে।

৫.১. প্রচলিত ফিকহী তথ্য-১

❑ 'কুরআন ও ফিক্‌হ সমান মর্যাদার গ্রন্থ' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা

গ্রন্থ-১

إن الهداية كالقرآن قد نسخت + ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب

فاحفظ قرائته والزم تلاوتها + يسلم مقالك من زيغ ومن كذب

অনুবাদ : হিদায়া গ্রন্থটি কুর'আনের মতোই যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। শরীয়াতের বিষয়ে এর আগে এ ধরনের কোনো কিতাব রচিত হয়নি। সুতরাং তোমরা এর পাঠ সংরক্ষণ করবে ও নিয়মিতভাবে তা পাঠ করবে। তাহলে তোমার অভিব্যক্তি ও বক্তৃতা মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(মূল হিদায়া গ্রন্থের ভূমিকার টীকা থেকে সংগৃহীত। মূল লেখক : বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী। ৫১১-৫৯৩ হিজরী)

ব্যাখ্যা : এখানে হিদায়াকে সরাসরি কুরআনের সমতূল্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থ-২

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধ-অনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

কেননা, ৪র্থ যুগ (হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ বা চতুর্থ শতকের অর্ধেক পর্যন্ত বিস্তৃত) ও ৫ম যুগের (হিজরী চতুর্থ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমাদের চোখে সমস্যা যতো নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহে কিরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে।

সে যুগের (হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এতো খুঁটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না।

বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সুরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষণার বাস্তব প্রতিফলন।

অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন

কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে। মোদ্দা কথা হলো- ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই।

এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন- আল্লামা কামাল ইব্ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (রহ.) প্রমূখ।
(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী, ২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ৩. ড. মাওলানা মাহফুজুর রহমান, ৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, ৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা, ৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ৭. মাওলানা কাজী আবু হোরায়রা, ৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক, ৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ ১০. মো. এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মণ্ডলী

১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী, ৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, ৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

ব্যাখ্যা : এ গ্রন্থের তথ্যটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য হলো- হিজরী সপ্তম শতকের পূর্বের যুগে রচিত ফিক্হ গ্রন্থসমূহে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে ছোটো-বড়ো ও খুঁটিনাটি যত সমস্যা আসবে তার সবগুলোর সমাধান লেখা আছে। এ গুণ শুধু আল কুরআনের আছে। তাই, এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচলিত ফিক্হ গ্রন্থসমূহকে পরোক্ষভাবে কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থ-৩

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মূলনীতি- আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের নামের মধ্যে রয়েছে তাদের মূলনীতি। আর তা হলো সুন্নাত ও আল-জামা'য়াত।

আকীদার বিষয়ে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের' মূলনীতি হলো-

১. হুবহু সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অনুসরণ করা।
২. সুন্নাতের (প্রচলিত সহীহ হাদীস) অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা।
৩. আল জামা'য়াত তথা সাহাবী এবং তাঁদের মূলধারার তাবে'য়ী ও তাবে-তাবে'য়ীগণের অনুসরণ করা।
৪. উম্মাতের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

(আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২৩৭)

ব্যাখ্যা : 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের' মূলনীতিতে কুরআন অনুপস্থিত।

গ্রন্থ-৪ ও ৫

এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে, **তাবেয়ী যুগের শেষ দিকে** সত্যের পূজারি আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত **কুরআন** ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে **এমন আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন যা- সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।**

*(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ, যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পাঠ্যবই **এবং** শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৫। মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই।)*

মূল লেখক :

১. আল মুখতাসারুল কুদুরী : মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কুদুরী।
জন্ম- ৩৬২ হিজরী, মৃত্যু- ৪২৮ হিজরী
২. শরহে বেকায়া : উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ।
মৃত্যু- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ হিজরী।

ব্যাখ্যা : গ্রন্থ দু'টির উল্লিখিত তথ্যের বোল্ড করা অংশের বক্তব্য হলো- তাবেয়ী যুগের শেষ দিকে সত্যের পূজারি আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত **কুরআন** ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে যে আইনশাস্ত্র তথা ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়ন করে রেখে গেছেন তা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। এ গুণ শুধু আল কুরআনের আছে। তাই, এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচলিত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহকে **পরোক্ষভাবে কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ** হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থ-৬ ও ৭

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় **কুরআন** ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। **এখন কুরআন** সুন্নাহর **আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।**

*(আল মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই **এবং** শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই।)*

ব্যাখ্যা : গ্রন্থ দু'টিতেও প্রচলিত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহকে **পরোক্ষভাবে কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ** হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : গ্রন্থ ৭টিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থকে কুরআন ও হাদীসগ্রন্থের সমতুল্য গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআনের পরিবর্তে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বলা বা উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রচলিত ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ সম্পর্কিত গ্রন্থে জ্ঞানের চারটি উৎসের নাম, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী লেখা থাকে এভাবে-

১. আল কুরআন
২. সুন্নাহ (হাদীস)

৩. ইজমা
৪. কিয়াস

ফিক্‌হগ্রন্থ হলো কিয়াস ও ইজমার তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ। তাই, প্রচলিত ফিক্‌হ ও ফিক্‌হ সম্পর্কিত গ্রন্থে জ্ঞানের চারটি উৎসের নাম উপস্থাপনের ক্রম দেখলে মনে হয়- প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায় কুরআন ও হাদীসকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি শেখানো হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা মোটেই নয়। এটি 'কাজীর গরু খাতায় আছে কিন্তু গোয়ালে নেই' প্রবাদ বাক্যটির অনুরূপ বিষয়। বাস্তব ঘটনা হলো- বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামের কথা বলে যে সকল কথা চালু আছে তার অনেক মৌলিক বিষয় প্রচলিত ফিক্‌হ গ্রন্থের তথ্য এবং তা কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্যের বিপরীত।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

আল কুরআন ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ সমান মর্যাদার গ্রন্থ বা আল কুরআন, হাদীসগ্রন্থ ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের জ্ঞানার্জনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- এ ধরনের কথা বললে যে শিরকের গুনাহ হবে তা বুঝার জন্য বড়ো ইসলামী পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

তাই-

১. এ সকল বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর হতে পারে না।
২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। এটিতে কবীরা গুনাহ হবে।
৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।
৪. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

এ পর্যালোচনা সঠিক হওয়ার প্রমাণ

১. 'হিদায়া গ্রন্থটি কুর'আনের মতোই' কথাটি গ্রন্থকারের নয়। এটি হাদ্দাদ নামে এক কবির কথা। হিদায়ার প্রসংশা করতে গিয়ে এটি বলেছে। হিদায়া রচিত হওয়ার অনেক পরে এটি কিতাবের ভূমিকায় সংযুক্ত হয়েছে।
২. যে দলিলের ভিত্তিতে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াতের মূলনীতি থেকে কুরআনকে বাদ দেওয়া হয়েছে-

আলী (রা.) যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে তাদের (খারিজীদের) বুঝানোর জন্যে পাঠান তখন বলেন-

اِذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَخَاصِمْهُمْ وَلاَ تَحَجَّهُمْ بِالْقُرْأنِ فَإِنّهُ ذُوْ وُجُوْهٍ وَلكِنْ بِالسُّنَّةِ ...

... قَالَ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ فَاَنَا اَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْهُمْ فِيْ بُيُوْتِنَا نَزَلَ قَالَ صَدَقْتَ وَلكِنَّ الْقُرْأنَ حَمَّالٌ ذُوْ وُجُوْهٍ نَقُوْلُ وَيَقُوْلُوْنَ وَلكِنْ حَاجِّهِمْ بِالسُّنَنِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَحِيْصًا

অনুবাদ : তুমি যাও এবং তাদের সাথে আলোচনা কর। তাদের সাথে কুরআন নয়, সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করবে। কারণ, কুরআন বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। ... ... ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- হে আমিরুল মু'মিনীন! কুরআনের জ্ঞান তাদের চেয়ে আমাদের বেশি। আমাদের বাড়িতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আলী (রা.) বলেন- তুমি সত্য বলেছো। তবে কুরআন বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। আমরা কুরআনের কথা বলবো, তারাও কুরআনের কথা বলবে। কিন্তু তুমি সুন্নাত দিয়ে বিতর্ক করলে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

(আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ড. খোন্দকার, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা নং ২১৭; আস-সূয়ূতী, মিফতাহুল জান্নাত, পৃঃ ৫৯)

বক্তব্যটি আলী (রা.)-এর না হওয়ার প্রমাণ-

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنِ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ". فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ

بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن :2] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন-তারা কি তা করেছে? আমি বললাম-হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন।** তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণ তৃপ্তি লাভ করে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনলো তখনই সাথে সাথে তারা বলল- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯০৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : যে আলী (রা.) এ হাদীস জানেন তিনি কখনও বলতে পারেন না- কুরআনের মাধ্যমে বিতর্ক করলে ঠকে যেতে হবে, তাই হাদীস দিয়ে বিতর্ক করতে হবে।

৫.২. প্রচলিত ফিকহী তথ্য-২

❑ 'হাদীসের চেয়ে ফিকহের জ্ঞানার্জন করার নেকী/কল্যাণ বেশি' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা

গ্রন্থ-১

ইমাম মালেক (রহ.) নিজ ভাগ্নে আবু বকর ও ইসমাইল (রহ.)-কে বলেন, আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি কল্যাণ চাও তবে তোমরা হাদীসের রেওয়ায়েত কম করো এবং ইলমে ফিক্হ বেশি অর্জন করো।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১১)

ব্যাখ্যা : গ্রন্থটির উল্লিখিত বক্তব্যের শিক্ষা হলো বর্তমানে ফিক্হগ্রন্থ পড়লে হাদীসগ্রন্থ পড়ার তুলনায় অধিক কল্যাণ/নেকী হবে।

গ্রন্থ-২ ও ৩

এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে, **তাবেয়ী যুগের শেষ দিকে** সত্যের পূজারি আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত কুরআন ও **সুন্নাহকে** সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে **এমন আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন যা- সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।**

*(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ, যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পাঠ্যবই **এবং** শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৫। মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই।)*

মূল লেখক :

১. আল মুখতাসারুল কুদুরী : মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কুদুরী।
জন্ম- ৩৬২ হিজরী, মৃত্যু- ৪২৮ হিজরী

২. শরহে বেকায়া : উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ।
মৃত্যু- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ হিজরী।

ব্যাখ্যা : গ্রন্থ দু'টিতে হাদীস ও ফিকাহগ্রন্থকে সমমানের গ্রন্থ হিসেবে তূলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থ-৪ ও ৫

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও **সুন্নাহর** ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। **এখন কুরআন** সুন্নাহর **আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।**

*(আল মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ, যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই **এবং** শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই।)*

ব্যাখ্যা : এ গ্রন্থ দু'টিতেও হাদীস ও ফিক্হগ্রন্থকে সমমানের গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

পর্যালোচনা : পাঁচখানি গ্রন্থের বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে- এখন হাদীসগ্রন্থ না পড়ে ফিক্হগ্রন্থ পড়া অধিক উত্তম। **তাই-**

১. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। সুতরাং এটিতে কবীরা গুনাহ হবে। ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর এ ধরনের কথা কোনভাবেই বলতে পারেন না।

২. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।

৩. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

৫.৩. প্রচলিত ফিকহী তথ্য-৩

❑ 'আল কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো ভীষণ কঠিন' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা

গ্রন্থ-১

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধ-অনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মতো **যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে** ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। ... ...

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯)

ব্যাখ্যা : গ্রন্থটির বক্তব্যের উল্লিখিত অংশের তথ্য হলো- **যোগ্যতাসম্পন্ন** লোক না থাকার কারণে হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে অন্ধ-অনুসরণ যুগের সূচনা হয়। ফলে আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলেই অন্ধ-অনুসরণ করতে আরম্ভ করে।

এ বক্তব্য থেকে জানা যায়- কুরআন জানা, বোঝা, গবেষণা করা ভীষণ কঠিন। তাই, অতি উচ্চমানের আলিম ছাড়া সকলকে মনীষীদের অন্ধ-অনুসরণ করতে হবে।

গ্রন্থ-২ ও ৩

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

(আল মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০;

কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬। কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

ব্যাখ্যা : তথ্যটির উল্লিখিত অংশ থেকে সরাসরি জানা যায়- কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বুঝতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। ঐ ধরনের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি যদি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে তবে তার পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে।

গ্রন্থ-৪

❑ মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআনে উল্লিখিত কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি

গ্রন্থখানিতে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হিসেবে ১৫টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো- ১. সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া, ২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া, ৩. ইলমুত তাওহীদ জানা, ৪. কুর'আনের ব্যাখ্যা কুর'আন দ্বারা করা, ৫. কুর'আনের ব্যাখ্যা কুর'আনে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাত দ্বারা ব্যাখ্যা করা, ৬. কুর'আন, সুন্নায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে সাহাবা রা.-এর বক্তব্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা, ৭. কুর'আন, সুন্নাহ ও সাহাবা রা.-এর বক্তব্য না পাওয়া গেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দ্বারা তাফসীর করা, ৮. আরবী ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত হওয়া, ৯. ইসলামী আইন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১০. শানে নযুল জানা, ১১. নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১২. মুহকামাত-মুতাশাহিবাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১৩. ইলমুল কিরআত জানা, ১৪. কুর'আনের সাথে সম্পর্কিত প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা ও ১৫. একই বিষয়ে একাধিক বক্তব্য থাকলে একটির উপর অন্যটির অগ্রাধিকার দেওয়ার জ্ঞান থাকা তথা একাধিক অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা।

(কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১)

ব্যাখ্যা : এ ১৫টি বিষয় কোন একজন মানুষের জানা সম্ভব নয়।

গ্রন্থ-৫

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা ছাড়া অন্য পথ নেই-

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান, ২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান, ৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা, ৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা, ৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা, ৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া, ৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দিষ্ট দ্বারা বিশেষভাবে ভূষিত হয়ে অত্যধিক স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, ৮. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের প্রক্রিয়া সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬, ৩. আল মিলাল ওয়ান নিহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

ব্যাখ্যা : তাকলীদ অর্থ অন্ধ-অনুসরণ। তাই, তথ্যটির শিক্ষা হলো- যার উল্লিখিত শর্তগুলোর অভাব আছে তার কুরআন বুঝতে চেষ্টা করা নিষেধ।

সম্মিলিত শিক্ষা : ৫টি গ্রন্থের উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়- কুরআন জানা, বোঝা ভীষণ কঠিন। তাই, খুব উচ্চমানের আলিম ছাড়া কেউ সরাসরি কুরআন পড়ে বুঝতে গেলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর কুরআন বুঝতে হলে যে ১৫টি বিষয়ের গভীর জ্ঞান থাকা লাগবে বলে প্রচার করা হয়েছে তা যদি প্রকৃতভাবে কুরআন বুঝার মূলনীতি হয়, তবে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়- রসূল (স.) ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে কুরআন বোঝা সম্ভব নয়। তাই, এ বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কুরআন সরাসরি পড়ে জ্ঞানার্জন করাকে নিরুৎসাহিত বা নিষেধ করা হয়েছে।

অন্যদিকে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য থেকে কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার যে ৯টি মূলনীতি কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন বের করেছে-

১. সেগুলো বোঝা খুব সহজ।
২. প্রয়োগ করা সহজ।
৩. প্রয়োগ করলে ভুল ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।
৫. তার কয়েকটি এ ১৬টিতে নেই।
৬. সেগুলোর কয়েকটির বিপরীত বিষয় এ ১৬টিতে আছে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক উদ্ভাবন করা কুরআনের জ্ঞানার্জন বা কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতিসমূহ-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense- এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা।
৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।
৯. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান রাখা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

সম্মিলিত পর্যালোচনা : এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস-

আল-কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অনুবাদ : আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি স্মরণ রাখা বা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য; অতএব, স্মরণ রাখা বা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কেউ আছে কি?

(সুরা ক্বামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

তথ্য-২

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) কুরআনকে সহজ করেছি যাতে তারা স্মরণ রাখতে বা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা দুখান/৪৪ : ৫৮)

তথ্য-৩

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا

অনুবাদ : অতএব একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করা হয়েছে যেন আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে পারো।

(সুরা মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

ব্যাখ্যা : কুরআন দিয়ে আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের সুসংবাদ দেওয়া এবং কলহকারীদের সতর্ক করা সহজ হতে হলে কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো সহজ হতে হবে।

হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন মুতাহহার থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, **নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা আরোপ করে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়।** অতএব তোমরা **সহজ পন্থায়** বেশি বেশি আমল করো এবং সত্যের কাছাকাছি থেকো; আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।

- সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নম্বর ৩৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে নবী কারীম (স.) নিশ্চয়তা দিয়ে প্রথমে বলেছেন- দ্বীন একটি সহজ বিষয়। দ্বীন একটি সহজ বিষয় কথার অর্থ হবে- দ্বীন

জানা, বোঝা, বোঝানো ও মানা সহজ। দ্বীন জানার প্রধান দু'টি মাধ্যম হলো কুরআন ও হাদীস। তাই, হাদীসখানিতে থাকা রসূল (স.)-এর প্রথম কথাটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- কুরআন ও হাদীস জানা, বোঝা, বোঝানো ও মানা সহজ।

হাদীসখানিতে এরপর রসূল (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা আরোপ করে দ্বীন তাকে পরাজিত করে। বিশ্ব নবীর এ বক্তব্য আজ শতভাগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। **মুসলিমরা বিশ্বসভায় আজ পরাজিত শক্তি। এর একটি মূল কারণ হলো-** বর্তমান মুসলিম জাতি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট কথা অমান্য করে ইসলাম জানা, বোঝা, জানানো ও মানাকে ভীষণ কঠিন বলে প্রচার করেছে এবং করছে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ..... عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ : بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর ইবন আবী শায়বা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোথাও কোনো সাহাবীদের কাউকে কোনো কাজ দিয়ে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন- তাদেরকে তুমি সুসংবাদ দেবে। হতাশ করবে না। আর (যে কোনো বিষয়কে) সহজ করবে, কঠিন করবে না।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৬২২
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ .

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে*

লিখেছেন- ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা **শিক্ষা দাও ও সহজ করো এবং কঠিন করো না**। আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো।

- ♦ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নম্বর ২৫৫৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সহজ পন্থায় শেখাতে এবং কঠিন পন্থায় শেখানো পরিহার করতে বলেছেন। কিন্তু শিক্ষার বিষয় কী হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাই, সে বিষয় হবে জীবন সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়। স্বাভাবিকভাবে ঐ বিষয়ের মধ্যে কুরআনই হবে প্রথম। তাই, রসূল (স.) এখানে মূলত কুরআনকে সহজ পন্থায় শেখাতে এবং কঠিন পন্থায় শেখানো পরিহার করতে বলেছেন। একটি বিষয় সহজ হলেই তা শেখানো সহজ হয়। তাই, এ হাদীসখানি অনুযায়ীও কুরআন শেখা ও শেখানো সহজ।

সম্মিলিত শিক্ষা : কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উল্লেখ থাকা আল কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো ভীষণ কঠিন হওয়ামূলক বক্তব্য-

১. কুরআনের আয়াত এবং রসূল (স.)-হাদীস অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।
২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।
৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।
৪. এটি মুসলিম জাতিকে বিশ্ব সভায় পরাজিত শক্তি হিসেবে রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে রাখার ইবলিস ও তার মানব দোসরদের প্রচেষ্টা।
৫. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি অনুসরণ করে একটি আয়াতের ব্যাখ্যার উদাহরণ ও তার পর্যালোচনা

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم.

অনুবাদ : ওহে তোমরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। আর যারা কার্পণ্য করে তারা নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আর আল্লাহ ঐশ্বর্যময় এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আর যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।

(সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ৩৮)

প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার নীতিমালা অনুসরণ করে আয়াতখানির 'অন্য জাতি' তথ্যটির ব্যাখ্যা এবং তা থেকে আহরিত সিদ্ধান্ত-

- হাসান বসরী (রহ.) বলেন- অন্য জাতি বলতে অনারব জাতিকে বোঝানো হয়েছে।
- ইকরামা (রহ.) বলেন- এখানে পারসিক ও রোমক জাতিকে বোঝানো হয়েছে।
- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে- রাসূল (স.) যখন সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.) তারা কোন জাতি? যাদেরকে আমাদের স্থানে আনা হবে? অতঃপর তারা আমাদের মতো, শরিয়তের বিধানাবলির প্রতি বিমুখ হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন মজলিসে উপস্থিত সালমান ফারসী (রা.)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন- সে এবং তার জাতি। যদি সত্যধর্ম মহাকাশের নক্ষত্রেও থাকতো তবুও পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানে পৌঁছে সত্যধর্ম হাসিল করতো এবং তা মেনে চলতো।

(তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী)

- শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ুতী ইমাম আবু হানীফার প্রসংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন- আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদের বোঝানো হয়েছে। কেননা তারা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের

সেই স্তরে পৌঁছেনি যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন।

(তাফসীর মাযহারীর প্রান্ত টীকা)

(তাফসীরে মা'আরেফুর কোরআন। মূল উর্দু রচনা- মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)। অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। ১ম সংস্করণ, মে ১৯৮৮। পৃষ্ঠা নং-৪২।)

আয়াতখানির প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং তা থেকে আহরিত সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা-

কুরআন ব্যাখ্যার প্রকৃত মূলনীতি অনুসরণ করলে এ আয়াতখানির প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং তা থেকে আহরিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কোনভাবেই সম্ভব হতো না। আয়াতখানির প্রচলিত ব্যাখ্যাটি করা হয়েছে হানাফী মাযহাবের মর্যাদাকে ওপরে উঠানোর জন্য।

৫.৪. প্রচলিত ফিকহী তথ্য-৪

❑ 'হিজরী ষষ্ঠ শতকের পর কুরআন নিয়ে গবেষণা করা, সময় ও শক্তির অপচয় তথা গুনাহ' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা

গ্রন্থ-১

... ... সে যুগের (হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এতো খুঁটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। ... ...

অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

গ্রন্থ-২

১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি

সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব **এখন ইজতিহাদ (গবেষণা/কিয়াস) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ছাড়া অন্যকিছু হইবে না।**

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

মূল লেখক : বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী (৫১১ হি.-৫৯৩ হি.)।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের বোল্ড করা অংশের শিক্ষা হলো- হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পর কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা করা সময় শক্তির অপচয় করা তথা গুনাহ। এ কথা মুসলিম জাতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। তাই, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পর কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে আর কোন মৌলিক গবেষণা (Original Research) হয়নি। যা হয়েছে তা সবই হলো পূর্বের গবেষণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক গবেষণা (Review Research)।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

পর্যালোচনা করা সহজ হবে কুরআন ও হাদীসের গবেষণা সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত দেখে নিলে-

আল-কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

অনুবাদ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের অন্তরে তালা লেগে গিয়েছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ মানুষকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্যে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন।

তথ্য-২

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : আর তোমার প্রতি যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন (অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে মানুষকে গবেষণা করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ : তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলো- এ দু'টির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি উপকারিতার চেয়ে; আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে; এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল বিষয়) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা (তার সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক বের করা এবং তার মাধ্যমে মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্য) গবেষণা করতে পারো।

(সুরা বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- মদ ও জুয়ায় রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা। তিনি আরও বলেছেন, মদ ও জুয়ার খারাপ দিকটা ভালো দিকের থেকে অনেক বেশি। তারপর তিনি বলেছেন, আল কুরআনের এসব বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে। কারণ, তা করলে মানুষ জানতে পারবে, ঐ সব অপকারিতা ও উপকারিতা কী কী এবং তাতে মানব সভ্যতা উপকৃত হবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ ধরনের অসংখ্য আয়াত আল কুরআনে উপস্থিত আছে। ঐ সকল আয়াতে মুতাশাবিহাত (অতীন্দ্রিয়) আয়াতের বিষয় ছাড়া কুরআনে উল্লিখিত মানব জীবনের সকল দিকের বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে বা তা না করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো ঐ অসংখ্য আয়াতের কোথাও গবেষণা করার জন্য কোনো কাল বা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। সকল যুগের সকল মানুষকে গবেষণা করতে বলা হয়েছে।

আল হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ... ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু সাঈদ (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, আমার রব বলেন- যে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র করতে এবং আমার কাছে চাইতে সুযোগ পায় না আমি তাকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব। **আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।**

- সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নম্বর ২৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সাধারণভাবে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার অর্থ কুরআনের তিলাওয়াত শেখা, অর্থ বুঝা ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকার যেকোনোটি হতে পারে। কিন্তু হাদীসখানিতে রসূল (স.) কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকা বলতে সে ব্যস্ত থাকাটিকে বুঝিয়েছেন যেটিতে মানুষ অন্য সব কাজ ভুলে যায়। এটি হলো কুরআন গবেষণা। অন্যদিকে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকা ছাড়া আল্লাহর যিক'র করার অন্য সচারচার (Common) উপায় হলো সালাত ও তাসবীহ-তাহলিল। তাই, হাদীসখানির প্রথম অংশের অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে যে ব্যক্তি কুরআন গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে নফল সালাত ও তাসবীহ-তাহলিল করতে বা আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে সময় পায় না তাকে আল্লাহ তা'য়ালা অন্যদের তুলনায় অধিক দেন।

আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই, হাদীসটির শেষাংশের বক্তব্যের অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে কুরআন গবেষণার কল্যাণ/নেকী অন্য যেকোনো আমলের চেয়ে অপরিসীম বেশি।

হাদীস-২

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল (সা.) বলেছেন- কিছু সময় চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ, জামেউস সগীর, হাদীস নম্বর ৫৮৯৭)

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে গবেষণার বিষয় অনির্দিষ্ট। তাই, যেকোনো বিষয়ের গবেষণা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আল কুরআনে যেহেতু মানব জীবনের সকল দিকের মূল বিষয় উপস্থিত আছে, সেহেতু কুরআন গবেষণার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

কুরআন নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে বলার কারণ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে কুরআন নিয়ে গবেষণা করাকে ইসলাম অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। আর ঐ গবেষেণা সকল মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত করতে বলা হয়েছে। এর কারণ কী? বিষয়টি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার এবং সে অনুযায়ী তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার।

মানব জীবনের যতো দিক আছে তার সকল দিকের তথ্য আল কুরআনে উপস্থিত আছে। যেমন- ধর্ম, সাধারণ বিজ্ঞান, বিশেষ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। আর মানব জীবনের ঐ সকল দিকের কিছু তথ্য আছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিতে। এক কথায় বলা যায়- প্রকৃতিতে (Nature) উপস্থিত আছে সকল জ্ঞানের সফ্‌ট কপি। আর কুরআন হলো সকল জ্ঞানের হার্ড কপি। কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলার অর্থ হলো কুরআনে উল্লিখিত মানব জীবনের সকল তথ্য নিয়ে গবেষণা করা।

কুরআন নিয়ে সকল মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যাওয়াকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার প্রধান কারণগুলোর শিরোনাম হলো-

১. মানব ব্রেইনের বুঝ, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষমতা উৎকর্ষিত হওয়া।
২. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় হওয়া।
৩. কুরআন বুঝা ও ব্যাখ্যা করার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া।
৪. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া। ফলস্বরূপ কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া।

৫. যুগের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হওয়া।
৬. বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ কল্যাণ হওয়া।
৭. বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে ইসলামী তথ্য ও বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা ও কল্যাণ তুলে ধরতে পারা। এর মাধ্যমে মানুষকে মন থেকে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হওয়া।
৮. বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী সমাজ টিকে থাকা সম্ভব হওয়া এবং এর মাধ্যমে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ হওয়া।

বিষয়গুলো সম্পর্কিত আল কুরআনের বেশকিছু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এ বইয়ের 'প্রচলিত ফিক্‌হ বা ফিকহের সাথে সম্পর্কিত গ্রন্থের বক্তব্য ৮-এর বিজ্ঞান পড়া নিষিদ্ধ; কারণ, এটি দুনিয়াবী বিষয়' তথ্যটির পর্যালোচনায় (পৃষ্ঠা-৯২)।

যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর না করা এবং অনুবাদ ও তাফসীরের সংস্করণ বের না করার ক্ষতির দু'টি উদাহরণ-

উদাহরণ-১

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

সরল অনুবাদ : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ২)

প্রায় সব অনুবাদ গ্রন্থে লেখা অনুবাদ : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।

এ অনুবাদের পর্যালোচনা : অনুবাদটি পড়লে একজন চিকৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র বলতে পারে কুরআনে ভুল লেখা আছে। মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। রক্ত মরে গেলে জমাট বাঁধে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুক্র ও ডিম্বানুর মিলন থেকে। উভয়টি জীবিত।

প্রকৃত অনুবাদ : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। ছবি দেখুন-

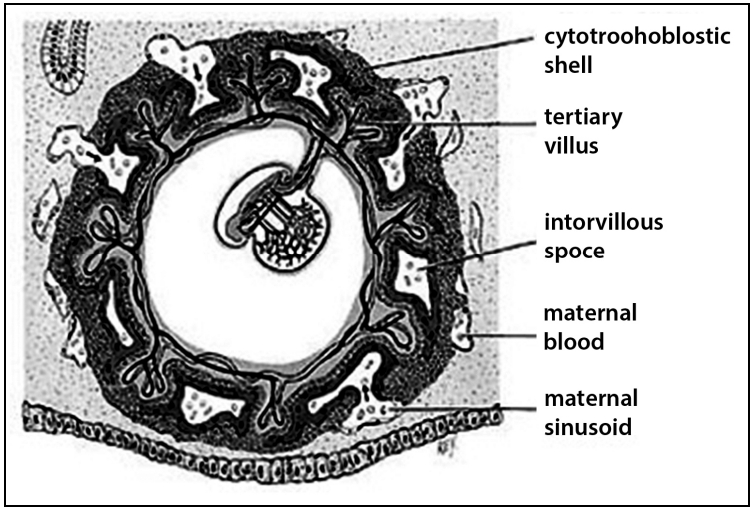

আলাকা

এ অনুবাদের পর্যালোচনা : এ অনুবাদ বর্তমান শরীর বিজ্ঞানের সাথে শতভাগ সংগতিশীল। অনুবাদটি পড়লে একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রের কুরআনের প্রতি বিশ্বাস বেড়ে যাবে। কারণ, তিনি বা সে ভাববে- ১৫০০ বছর পূর্বে যখন কুরআন লেখা হয়েছে তখন মানব সভ্যতার ভ্রূণ সম্পর্কিত এ তথ্য জানা ছিল না। তাই, কুরআন অবশ্যই মহান আল্লাহর লেখা। মানুষের লেখা নয়।

উদাহরণ-২

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

সরল অনুবাদ : অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করে থাকলে সেও তা দেখতে পাবে।

(সুরা আল যিলযাল/৯৯ : ৬-৭)

অতীতে আয়াত দু'খানির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

দুনিয়ায় কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ (নেক আমল) করে থাকলে পরকালে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ (গুনাহ) করে থাকলেও শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে।

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত : পরকালে কোনো মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু নেক আমল এবং কিছু গুনাহ থাকলে গুনাহর জন্য তাকে প্রথমে কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর নেক আমলের জন্য সে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

আর এ আয়াত দু'খানিকে মু'মিন ব্যক্তির চিরকাল জাহান্নামে না থাকার পক্ষে আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা হয়েছে।
(তথ্য সূত্র- আকাইদুন নাসাফীয়াহ, আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন, পৃষ্ঠা-১২৭। ইমাম নাসাফীর জন্ম ৪৬১ হিজরীতে ইরাকের নাসাফ নামক স্থানে এবং মৃত্যু ৫৩৭ হিজরীতে)।

পূর্বের যুগে ঐ ব্যাখ্যা করার কারণ : ভিডিও রেকর্ডিং-এর ধারণা না থাকা।

আয়াত দু'খানির বর্তমান যুগের ব্যাখ্যা : ফেরেশতাগণ মানুষের সকল কাজ ভিডিও বা আরও উন্নত মানের যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করছেন। মানুষের দুনিয়ায় কৃত অণু পরিমাণ নেকী বা গুনাহর ঐ রেকর্ড প্রমাণ হিসেবে দেখানোর মাধ্যমে শেষ বিচারের দিন বিচার কার্য সম্পাদন করা হবে।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়- প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উল্লেখ থাকা বর্তমানে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা সময় ও শক্তির অপচয় করা তথা গুনাহ এ বক্তব্যটি-

১. কুরআনের অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।
২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।
৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।
৪. এটি মুসলিম জাতিকে অধঃপতিত রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত রাখার ইবলিস ও তার মানব দোসরদের মহা প্রচেষ্টা।
৫. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

৫.৫ প্রচলিত ফিকহী তথ্য-৫

❑ 'তাকলীদ (অন্ধ-অনুসরণ) ফরজ' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা

গ্রন্থ-১

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধ-অনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। **এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে।** এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। ... ...

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

গ্রন্থ-২

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের **তাকলীদ করা ছাড়া** অন্য পথ নেই- ১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান, ২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান, ৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা, ৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা, ৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া ১০ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা, ৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া, ৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশেষভাবে ভূষিত হয়ে অত্যধিক স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, ৮. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের প্রক্রিয়া সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

গ্রন্থ-৩ ও ৪

৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের) আলেমগণের মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভালো-

মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নাই। তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দেওয়া তাদের জন্য জায়েয নাই। তাঁহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।
(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২। ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই ***এবং*** *মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)*

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ঈসায়ী), আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করা কোন ব্যক্তি উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন বলে দাবি করবেন না বা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : তিনটি গ্রন্থের উল্লিখিত তথ্যের শিক্ষা হলো- ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পরের সকলকে পূর্বের মনীষীগণের দেওয়া ফতওয়াকে (গবেষণার ফলাফল/সিদ্ধান্ত) অন্ধভাবে অনুসরণ (তাকলীদ) করতে হবে। কারণ, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পরের মানুষদের জ্ঞান-বুদ্ধি পূর্বের মনীষীদের তুলনায় শূন্য বা ভীষণভাবে কম।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

বিষয়টি সম্পর্কিত আল কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য-

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ .

অনুবাদ: (১৭২) আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন- আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো- অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে- তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ

(রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরুদ্ধ বিভিন্ন বড় গুনাহ করেছি)। (১৭৩) অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর (তাই তাদের অন্ধ-অনুসরণ/তাকলীদ করেছি)। তবে কি পথভ্রষ্টরা (পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ) যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(আ'রাফ/৭ : ১৭২. ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'খানি থেকে জানা যায়- রুহের জগতে সাক্ষী রেখে ও স্বীকারোক্তি নিয়ে ২টি বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন-

১. তৌহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ)।
২. বাপ, দাদা ও মনীষীদের (আকাবের) অন্ধ-অনুসরণের ক্ষতি। আর সে ক্ষতি হলো ধ্বংস হওয়া।

তাই, ১৭৩ নম্বর আয়াতখানির আলোকে সহজে বলা যায়- ইসলামে অন্ধ-অনুসরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

তথ্য-২

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : বলো, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে?

(সুরা যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির একটি দৃষ্টিকোণের শিক্ষার প্রবাহচিত্র হবে নিম্নরূপ-

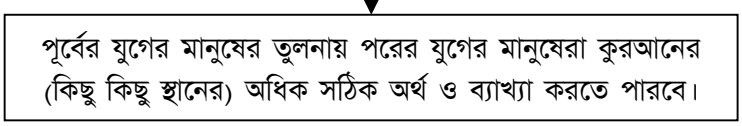

তথ্য-৩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অনুবাদ : যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো, তারা বলে- আমাদের বাপ-দাদাদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; তাদের বাপ-দাদারা কোন বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ডাকা হলে অনেকে বলে ঐ বিষয়ে বাপ-দাদা তথা পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের বক্তব্য ও আমল তাদের জন্য যথেষ্ট। আয়াতখানিতে মানুষের এই ধরনের কথাকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

একটি বিষয়ে পূর্বের সকল আকাবের/মনীষীর জ্ঞান ও আমল সঠিক না হওয়ার একটি মাত্র কারণ হতে পারে। সেটি হলো সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা। তাই, আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে তাদের পূর্বের আকাবের/মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই, সকল বিষয়ে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

তথ্য-৪

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلـهًا وَّاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অনুবাদ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব বলে গ্রহণ করেছে এবং মারিয়মের পুত্র মাসীহকে; অথচ তারা এক উপাস্যের (ইলাহের) ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল; তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই; তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র!

(সুরা তাওবা/৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকলকে তাদের সমাজের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রবের সমতুল্য মনে করতে নিষেধ করেছেন। আর এটিকে শিরকী কাজ বলে আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা যায়- এখানে ধর্মের

পণ্ডিতদেরকে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের সমতুল্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ... ...عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ... قَالَ (رسول الله صلى الله عليه وسلم) اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বাকরাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের সর্বশেষ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন হাতিম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ বকর (রা.) বলেন, (কুরবানীর দিন) নবী (স.) (আমাদের খুত্‌বা দিলেন এবং) বললেন ... ... হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন- **উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বক্তব্য তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর মারামারি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নম্বর ১৭৪১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি রূপ হতে পারে- বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে- এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনার পর তা অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকতে পারে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ... ... عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ».

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) যাইদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। **কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী নয়।**

- আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৬৬২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়- প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উল্লেখ থাকা ইজতিহাদ (গবেষণা) করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকায় হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পর থেকে সকলের জন্য পূর্বের মনীষীদের তাকলীদ (অন্ধ-অনুসরণ) করা ফরজ বলে প্রচার করা কথাটি-

১. কুরআনের অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।
২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।
৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।
৪. এটি মুসলিম জাতিকে অধঃপতিত রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত রাখার ইবলিস ও তার মানব দোসরদের মহা প্রচেষ্টা।

৫. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

৫.৬. প্রচলিত ফিকহী তথ্য-৬

❑ **'প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উপস্থিত থাকা বিষয় (Setteled issue) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা নিষেধ। তবে যা নেই তা নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত চিন্তা-গবেষণার পথ খোলা আছে' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা**

... ... সে যুগের (হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এতো খুঁটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। ... ...অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। **হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।** তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে। ... ...
(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

বক্তব্যটির শিক্ষা : এ বক্তব্যটি সাধারণত যেভাবে বলা হয় তা হলো- ইসলামের সেটেল্ড ইস্যুতে (Settled issue) আর কথা বলা নিষেধ। অর্থাৎ পূর্বের মনীষীগণ গবেষণা করে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন সে সকল বিষয়ে আর গবেষণা করা যাবে না।

বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস

পূর্বে আমরা কুরআন নিয়ে গবেষণা করা সম্পর্কিত কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছি। ঐগুলোসহ কুরআন ও হাদীসে যত জায়গায় কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে তার কোথাও

গবেষণার কোনো কাল বা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। আর এর কারণ কী তাও আয়াত ও হাদীসগুলোতে উল্লেখিত আছে।

পর্যালোচনা

বক্তব্যটি সরলভাবে পড়লে মনে হয় প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্র মতে গবেষণার দরজা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত আছে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। **এর মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্র আছে।**

ষড়যন্ত্রটি হলো- ইবলিস ও তার দোসররা অসংখ্য মৌলিক ভুল তথ্য প্রণয়ন করে ইসলামের প্রথম দিকের মনীষীদের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থে ঢুকিয়ে রেখেছে। এখন মুসলিমদের সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ দিলে ঐ মৌলিক ভুলগুলো সংশোধন হয়ে যাবে। তাই, ইবলিস ও তার দোসররা এ তথ্যটি চালু করেছে নিম্নের দু'টি কারণে-

১. গবেষণা একেবারেই করা যাবে না ধরনের কথা বলা হলো না। ফলে মুসলিমরা খুশি থাকবে।
২. অমৌলিক বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মুসলিমরা গবেষণায় ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু মৌলিক অসংখ্য ভুল তাদের সমাজে চালু থাকবে। ফলে মুসলিমরা বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা ফিরে পাবে না।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়- 'প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উপস্থিত নেই এমন বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার পথ খোলা আছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে' বা 'সেটেল্ড ইস্যুতে (Settled issue) কথা বলা নিষেধ' ধরনের কথাগুলো-

১. কুরআনের অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।
২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।
৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।
৪. এটি মুসলিম জাতিকে অধঃপতিত রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত রাখার ইবলিস ও তার মানব দোসরদের মহা প্রচেষ্টা।

৫. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

৫.৭. প্রচলিত ফিকহী তথ্য-৭

❑ 'প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ বিস্তারিতভাবে না পড়ে কুরআন ও হাদীস পড়া বৈধ নয়' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা

গ্রন্থ-১

মাযহাবের ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের কোনো স্থানের কীরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কী মাসয়ালা বা কী আইন রচনা করিলেন তাহা সম্যকরূপে অবগত না হইয়া আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হইতে মাসয়ালা বাহির করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হইবে না। অতএব ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, সপ্তম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

গ্রন্থ-২

... ... সে যুগের (৪র্থ ও ৫ম যুগ তথা হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি। সেখানে এতো খুঁটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই। **তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে।** ... ...

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

বক্তব্য দু'টির শিক্ষা : দু'টি গ্রন্থের উল্লিখিত বক্তব্যের শিক্ষা হলো, বর্তমানে কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করা শুধু তার জন্য বৈধ যে-

১. মাযহাবের ইমামগণ তথা তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মনীষীগণের লেখা ফিক্‌হগ্রন্থ বিস্তারিতভাবে পড়ে তাঁরা যে নীতিমালা (উসূল) অনুসরণ করে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন তা গভীরভাবে জেনে নিয়েছে।

২. প্রথম শর্তটি পূরণ করার পর যদি কেউ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয় তবে তাকে পূর্বের মনীষীগণের প্রণয়ন করা নীতিমালা অনুসরণ করেই শুধু সে ব্যাখ্যা করতে হবে।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ : তোমরা যদি না জানো (না বুঝতে পারো) তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/ফকিহ) কাছে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭, সুরা নাহল/১৬ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির শিক্ষা-

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা করে তাদের সেটি জেনে নিতে হবে।

৪. কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে।

৫. কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই।

৬. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি তথা ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৭. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

আল হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ... ... عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রসূল (স.) বললেন- এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দিয়ে আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো। অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দিয়ে বাতিল করো না। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো। আর **আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও।**

- মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নম্বর ৬৭৪১।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের শিক্ষা ওপরে উল্লিখিত সুরা আম্বিয়ার ৭ নম্বর ও সুরা নাহলের ৪৩ নম্বর আয়াতের শিক্ষার অনুরূপ।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের আলোচ্য বক্তব্যের মধ্যকার ষড়যন্ত্র-

১. আল কুরআনের তাফসীরের প্রচলিত নীতিমালায় মৌলিক একাধিক ভুল নীতি উপস্থিত আছে এবং একাধিক মৌলিক নীতি উপস্থিত নেই।

২. প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করে আল কুরআনের তাফসীর করলে কারো পক্ষে সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হবে না।

৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের আয়তন (Volume) বিশাল। তাই, কারো পক্ষে তা বিস্তারিত পড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সেখানে বিপরীত মতামতে ভরপুর।

৪. সকলে মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল থেকে প্রচলিত ফিকহী সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কারণ, ব্যক্তি মনে করে আমিতো পুরো ফিক্‌হ পড়িনি। না জানি কোথায় কী আছে। আর পূর্বের মনীষীগণ কি আর ভুল লিখেছে?

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়- 'প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ বিস্তারিতভাবে না পড়ে কুরআন ও হাদীস পড়া বৈধ নয়' কথাটি-

১. কুরআনের আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।

৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।

৪. এটি মুসলিম জাতিকে অধঃপতিত রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত রাখার ইবলিস ও তার মানব দোসরদের মহা প্রচেষ্টা।

৫. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

৫.৮. প্রচলিত ফিকহী তথ্য-৮

❑ 'বিজ্ঞান পড়া নিষিদ্ধ। কারণ, এটি দুনিয়াবী বিষয়' বক্তব্যধারণকারী তথ্য ও তার পর্যালোচনা

বস্তুত দ্বীনি ইলম ছাড়া যত ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক। এ মর্মে আল্লামা রূমির এ শেরটি প্রণিধানযোগ্য-

علمِ دِین فِقهَ اسْت و تفسیر و حدیث . هَر که خَواند غَیر ازین کر دد خبیث.

অনুবাদ : ইলমে দ্বীন হলো- ইলমে ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহ বিস্মৃত হতে বাধ্য।

(পৃষ্ঠা নম্বর ১৬, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ ইং)

ব্যাখ্যা : বক্তব্যটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে- ইলমে দ্বীন তথা ইসলামে জ্ঞানার্জনের গ্রন্থ হলো ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলোর বাইরের সকল গ্রন্থ আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ সেগুলো পড়া হারাম। বিজ্ঞান গ্রন্থ ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীসগ্রন্থের বাইরে। তাই, বক্তব্যটি অনুযায়ী বিজ্ঞান পড়া হারাম।

এ তথ্যের বাস্তব প্রতিফলন (Field effect) হলো পরের তিনটি তথ্য-

তথ্য-১

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষায় বিজ্ঞানকে শেখা বা শেখানো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে গণ্য করা হয় না।

তথ্য-২

দক্ষিণ এশিয়ার কাওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে বিজ্ঞান বলে কোন বিষয় নেই। আর ছাত্রদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে- বিজ্ঞান শেখা একটি দুনিয়াবী বিষয়। তবে আনন্দের বিষয় প্রায় তিন-চার বছর পূর্বে বিজ্ঞানকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে তার অগ্রসর হওয়ার গতি খুব ধীর।

তথ্য-৩

দক্ষিণ এশিয়ার আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে বিজ্ঞান গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে আছে এবং খুব কম ছাত্রই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে।

এ বিষয়ে আল কুরআন ও সুন্নাহ

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

২৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত জীবন্তিকার আরও কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী-১

ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ .

প্রচলিত অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া **সরল সঠিক পথে** তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

প্রকৃত অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া **স্থায়ী পথে** তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

মানব জাতির জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথের সংজ্ঞা-
প্রথমে আল্লাহর কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া। **তারপর** সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্য সকল অনুগ্রহের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা। **অতঃপর** অনুসরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্য থাকবে- সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদি।

ভবিষ্যদ্বাণী-২
ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

আয়াত দু'খানির সংলাপের অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-
'অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** এ অংশ থেকে জানা যায়- ইবলিস মানব জাতীকে জীবন পরিচালনার আল্লাহ তা'য়ালা দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র

চালাবে। আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর **সবচেয়ে কার্যকর** উপায় হলো- জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায়া ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ, এটি করতে পারলে-

১. যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করবে সে ভুল জ্ঞানার্জন করবে।
২. যে যতো বেশি জ্ঞানার্জন করবে তথা উচ্চতর পড়াশোনা করবে সে ততো বেশি ভুল জ্ঞানার্জন করবে।

এর ফল স্বরূপ মানুষের আমলে ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল হবে মানব জীবনে অশান্তি।

তাই, আয়াতখানির মূল শিক্ষা হলো- ইবলিস চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করে মানব জাতীকে, আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর যে কাজটি করবে তা হলো, জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া।

'আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের (নিয়ামত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তিনটি অবস্থান হতে পারে-

১. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা।
২. অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক বা সাধারণ কল্যাণ না উপলব্ধি করে বা না জানতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
৩. অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক বা সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে/জানতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

শয়তান (ও তার দোসররা) এমনভাবে কাজ করবে যে- আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের (নিয়ামত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিক দিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অবস্থান হবে ১ ও ২ নম্বর বিভাগে। কারণ, ৩ নম্বর বিভাগের মানুষকে ধোঁকা দিয়ে শয়তানের দলে ভেড়ানো কঠিন।

ভবিষ্যদ্বাণী-৩

ইবলিসের কথা

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস আরও) বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, তাই আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো। তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ছাড়া।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৯, ৪০)

আয়াত দু'খানির সংলাপের অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

'আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে তথা নিষিদ্ধ কাজটি করলে লাভ/কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব ইত্যাদি পাওয়া যাবে বলে ধোঁকা দিয়ে সকল মানুষকে বিপথে নেবে।

'তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ছাড়া' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা :*** নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেও ইবলিস আল্লাহর একনিষ্ট বান্দাদের ধোঁকা দিতে পারবে না। একনিষ্ট বান্দা হবে তারা যারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানবে। এ সকল মানুষদের কাছে ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে যতই আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুক না কেন তারা তা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা ঐ নিষিদ্ধ কাজটির বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ জানে। নিষিদ্ধ কাজের বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ এবং করণীয় কাজের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ জানার সাথে মানব শরীর বিজ্ঞান (Human biology) ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আল কুরআনের এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- বিজ্ঞান শেখা মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-২

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ.

অনুবাদ : আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষালাভ করে না (করতে পারে না)।

(সুরা আলে-ইমরান/৩: ৭)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যারা প্রকৃত শিক্ষা নিতে পারবে তারা প্রকৃত আমল করতে এবং অপরকে সঠিকভাবে তা শিক্ষা দিতেও পারবে। তাই উলুল-আলবাব বলতে মহান আল্লাহ কাদের বুঝিয়েছেন তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে জানা ও বুঝা দরকার। উলুল-আলবাব কারা সেটি কুরআন থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা যায় নিম্নের আয়াতখানি থেকে-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ....

অনুবাদ : নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন (উদাহরণ) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন, মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য শিক্ষণীয় উদাহরণ রয়েছে উলিল আলবাবদের জন্য। এরপর আল্লাহ উলিল আলবাব কোন ব্যক্তিরা, তা বুঝানোর জন্য তাদের দুটো গুণের উল্লেখ করেন-

১. যারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। মানুষ ২৪ ঘণ্টার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এ তিন অবস্থার কোন একটা অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ হয় দাঁড়িয়ে, না হয় বসে অথবা শায়িত অবস্থায় থাকে। তাহলে আল্লাহ এখানে উলিল আলবাবদের প্রথম গুণ হিসেবে যা বলেছেন তা হলো- তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে স্মরণ করে তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলে। তাই, আয়াতখানির এ অংশের আলোকে বলা যায়- উলুল আলবাবদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃত মুসলিম হওয়া।

২. যারা মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অর্থাৎ মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। অর্থাৎ বিজ্ঞানী ব্যক্তি।

তাহলে আয়াতখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- উলুল আলবাব হলেন প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

তাই, আলোচ্য তথ্যের প্রথম আয়াতখানির সাথে দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য মেলালে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো- উলুল আলবাবদের মধ্যে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ কুরআন থেকে অধিক সঠিক শিক্ষা নিতে, আমল করতে এবং অপরকে সঠিকভাবে শেখাতে পারবে।

তথ্য-৪

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ : আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখোনা?

(সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'খানির শিক্ষা এটি হবে না যে- শুধু দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে। কারণ, দুর্বল বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জন্যও সেখানে শিক্ষা আছে। তাই, আয়াত দু'খানির শিক্ষা হলো- দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে।

বর্তমানে 'দেখা' বলতে বুঝায়- খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা। তাই, আয়াত দু'খানির প্রকৃত শিক্ষা হলো- যারা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চায় তারা এ ব্যপারে বহু শিক্ষণীয় উদাহরণ পাবে পৃথিবী ও নিজেদের শরীরকে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে পারলে। অর্থাৎ পৃথিবী ও নিজেদের শরীরকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে পারলে।

২১ নম্বর আয়াতখানির শেষের 'তোমরা কি দেখোনা?' বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা ঐ কাজ না করার জন্য মুসলিমদের তিরস্কার করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবী ও নিজেদের শরীর নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন।

তথ্য-৫

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততো দূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর কেউ যদি অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করে তবে তাতে সমাজে কুরআন সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াবে।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাহলে এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। তাই আয়াত থেকে জানা যায় যায়- কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও অপরকে বোঝানোর জন্য বিজ্ঞানের সত্য তথ্য (বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ) এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আল হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ..... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু সাঈদ (রা.) হতে বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, আমার রব বলেন- যে

কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র করতে এবং আমার কাছে চাইতে সুযোগ পায় না আমি তাকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব। **আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।**

- সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নম্বর ২৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সাধারণভাবে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার অর্থ কুরআনের তিলাওয়াত শেখা, অর্থ বুঝা ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকার যেকোনোটি হতে পারে। কিন্তু হাদীসখানিতে রসূল (স.) কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকা বলতে সে ব্যস্ত থাকাটিতে বুঝিয়েছেন যেটিতে মানুষ অন্য সব কাজ ভুলে যায়। এটি হলো কুরআন গবেষণা। অন্যদিকে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকা ছাড়া আল্লাহর যিক'র করার অন্য সচারচার (Common) উপায় হলো সালাত ও তাসবীহ-তাহলিল।

তাই, হাদীসখানির প্রথম অংশের অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে- যে ব্যক্তি কুরআন গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে নফল সালাত ও তাসবীহ-তাহলিল করতে বা আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে সময় পায় না, তাকে আল্লাহ তা'য়ালা অন্যদের তুলনায় অধিক দেবেন।

আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই, হাদীসটির শেষাংশের বক্তব্যের অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে কুরআন গবেষণার কল্যাণ/নেকী অন্য যেকোনো আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি। কুরআনের ১/৬ অংশ দখল করে আছে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়। তাই, কুরআন গবেষণার সবচেয়ে বড়ো দিক হলো কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত নিয়ে গবেষণা।

হাদীস-২

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল (সা.) বলেছেন- কিছু সময় চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ, জামেউস সগীর, হাদীস নম্বর ৫৮৯৭)

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে চিন্তা-গবেষণার বিষয়টি অনির্দিষ্ট। তাই, ১ নম্বর হাদীসখানির মতো ব্যাখ্যা করে বলা যায় এ হাদীসখানি অনুযায়ীও বিজ্ঞান গবেষণা অধিক গুরুত্ব পাবে।

সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসহ আরও অসংখ্য আয়াত ও অনেক হাদীস থেকে জানা যায় আল্লাহ তা'য়ালা এবং রসূল (স.) বিজ্ঞান শেখা ও বিজ্ঞান-গবেষণাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর কারণ কী? বিষয়টি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার এবং সে অনুযায়ী তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার।

কারণগুলোর শিরোনাম হলো-

১. মানব ব্রেইনের বুঝ, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষমতা উৎকর্ষিত হওয়া। কারণ, মানব ব্রেইনের একটি সৃষ্টিতত্ত্ব হলো যে ব্যক্তি বা জাতি যত বেশি গবেষণা করবে, তার বা জাতির সদস্যদের ব্রেইনের উল্লিখিত ক্ষমতাগুলো তত বেশি বাড়বে।
২. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় হওয়া।
৩. কুরআন বুঝা ও ব্যাখ্যা করার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া।
৪. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া। ফলস্বরূপ কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া।
৫. যুগের আলোকে কুরআন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হওয়া।
৬. বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ কল্যাণ হওয়া।
৭. বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে ইসলামী তথ্য ও বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা ও কল্যাণ তুলে ধরতে পারা। এর মাধ্যমে মানুষকে মন থেকে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হওয়া।
৮. বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী সমাজ টিকে থাকা সম্ভব হওয়া এবং এর মাধ্যমে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ হওয়া।

আর এ তথ্যগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়- ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও মানব শরীর বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- **'ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?'** (গবেষণা সিরিজ-১৩) নামক বইটিতে।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় 'বিজ্ঞান পড়া নিষিদ্ধ। কারণ, এটি দুনিয়াবী বিষয়' তথ্যটি-

১. কুরআনের আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

২. এ বক্তব্য ইসলামের কোন প্রকৃত মনীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মনীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।

৩. এটি ইবলিস ও তার দোসরদের ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।

৪. এটি মুসলিম জাতিকে অধঃপতিত রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত রাখার ইবলিস ও তার মানব দোসরদের মহা প্রচেষ্টা।

৫. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ছাড়া এ ধরনের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের তালিকা ও নীতিমালার সারসংক্ষেপ

১. ইসলামে জ্ঞানের উৎসের তালিকা হলো- কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

২. গুরুত্বের দিক দিয়ে কুরআন ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ সমান।

৩. হাদীসের জ্ঞানার্জনের চেয়ে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের জ্ঞানার্জন করায় অধিক কল্যাণ।

৪. নতুন সমস্যা ছাড়া ইসলামের সকল বিষয়ের জ্ঞানার্জন করতে হবে প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। সরাসরি কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে নয়।

৫. সকল মূল বিষয়ে কিয়াস ও ইজমা বলতে বুঝাবে প্রাথমিক যুগের (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেই যুগ) মনীষীদের কিয়াস ও ইজমা।

৬. প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রে থাকা বিষয়গুলো (Setteled issue) নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ। তবে নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা যাবে।

৭. কুরআন বুঝা ভীষণ কঠিন। তাই, কুরআন বুঝতে গেলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৮. বিজ্ঞান শেখা দুনিয়াবী কাজ তথা নিষেধ।

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও নীতিমালার পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ

১. প্রচলিত জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. এটি ইসলামের প্রকৃত মনীষীদের তৈরি করা বললে কবীরা গুনাহ হবে। কারণ, এটি বলায় তাঁদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

৩. এ উৎসের তালিকা ও নীতিমালা ইবলিস ও তার দোসরদের তৈরি করে চালিয়ে দেওয়া।

শেষ কথা

সুধী পাঠকবৃন্দ, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর আশা করা যায় Common sense জাগ্রত থাকা সকল মানুষ সহজে বুঝতে পারবে বিশ্বের বর্তমান অশান্তির মূল কারণ কোনটি। সেটি হলো জ্ঞানের রাজ্যে মৌলিক ভুল থাকা। আর মৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢোকানোর জন্য বুনিয়াদি যে কাজটি করা হয়েছে তা হলো- জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞানার্জনের নীতিমালা পরিবর্তন করে দেওয়া। আর এ কাজ করেছে মানবতার শত্রু ইবলিস ও তার মানব দোসররা।

আল্লাহর তা'য়ালার প্রেরিত অন্য কিতাব পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাই অন্য জাতির লোকদের তাদের ঐশীগ্রন্থ পড়ে ইবলিসের ষড়যন্ত্রমূলক তথ্যগুলো ধরতে না পারা স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন অবিকৃত আছে। আর ইবলিসের বলা শতভাগ মিথ্যা কথাগুলোর বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের তথ্যগুলো স্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য। সেগুলো এতো সহজ আরবীতে কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত আছে যে আমাদের মতো সামান্য আরবী জানা মানুষও ধরতে পারে।

আশাকরি পুস্তিকাটি পড়ার পর অনেক মুসলিম দাঁড়িয়ে যাবে ইবলিস ও তার দোসরদের এ মহা ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম জাতি ও মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য। ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে মানব শরীর বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বও আশাকরি সকল পাঠক বুঝতে পারবেন। ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ :

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common Sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দিয়ে কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি না?

২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে ' ক্বলব' -এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)

৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান :

❑ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার ,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯
❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
মোবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০,
ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩

- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
  মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট,
  নারায়নগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল :
  ০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল :
  ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল : ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- ❑ **প্রফেসর' স পাবলিকেশন' স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা
  মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, স্টেশন** রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট,
  খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮

- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ। মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, সিলেট। মোবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

ব্যক্তিগত নোট

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....